CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 May, 2021 ■ আগরতলা, ৩১ মে, ২০২১ ইং ■ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শ্মশানে পৌঁছানোর পর জিবি হাসপাতালের রিপোর্ট নিয়ে গেলেন ডাক্তার

করোনা পজিটিভ মৃতদেহ সৎকার নিয়ে ডলুবাড়িতে তুমুল উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৩০ মে।। করোনা পজিটিভ মৃতদেহ সৎকার নিয়ে আমবাসা মহকুমার ডলুবাড়িতে তুমুল বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে আগরতলা জিবি হাসপাতালের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

কাজল দেবনাথ নামে এক মহিলার মৃতদেহ সৎকার করা যাবে না বলে বিক্ষোভ দেখাল ডলুবাড়ি শ্মশানঘাট এলাকার স্থানীয় লোকজন। ঘটনা স্থলে ছুটে আসেন মহকুমা শাসক জে বি দুয়াতি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার কাজল দেবনাথ নামে ঐ মহিলার মৃত্যু হয়ে আগরতলা জিবি হাসপাতালে। এন্টিজেন টেস্ট করার পর রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় মহিলার মৃতদেহটি তুলে দেয়া হয়ে পরিবারের হাতে। আজ আমবাসা ডলুবাড়ি শ্মশানঘাটে মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে আসলে আমবাসা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে খবর আসে যে ওই মৃত মহিলার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ হয় এবং আমবাসা প্রাথমিক হাসপাতালের ডাক্তার শ্মশান ঘাটে ছুটে আসেন।

মৃতদেহ সৎকার করার জন্য বাধা দেন এবং বলেন পিপি কীট পরে

মৃতদেহটি সৎকার করতে হবে। এই সংবাদ ডলুবাড়ি এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার স্থানীয় মহিলা পুরুষ মিলে বাধা দেয় যে এই করোনা পজিটিভ মৃতদেহটি এই শ্মশানে সৎকার করা যাবে না। আগরতলা বটতলা মহাশ্মশানে মৃতদেহটি সৎকার করার জন্য। কারণ এর ধোঁয়া বাড়ি ঘরে যাবে এবং ছোট শিশুরা সহ বাড়ীর লোকজনদের করোনা হবে। প্রায় সকাল ৯ টা থেকে চলে বিক্ষোভ। ঘটনা স্থলে ছুটে আসেন এসডিএম, আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস দাসগুপ্ত, আমবাসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী সরকারের সপ্তম বর্ষপূর্তিতে বিরোধীদের আক্রমণ সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.)।। রবিবার মোদী সরকারের সপ্তম বর্ষপূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এদিন তিনি লেখেন, নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের সপ্তম বর্ষপূর্তির দিনটি দলের পক্ষ থেকে ''সেবা দিবস'' হিসেবে পালন করা হচ্ছে। তিনি এদিন টুইটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছে জানিয়ে লেখেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যখন গোটা দেশ আত্মনির্ভরতার দিকে পা বাড়াচ্ছে। এদিন গোটা দেশে দলের এক কোটি কার্যকর্তা একলক্ষ গ্রামে পৌঁছে বিভিন্ন সেবার মাধমে ''সেবা দিবস'' পালন করবে।

পাশাপাশি এদিন তিনি বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যখন গোটা দেশ আত্মনির্ভরতার দিকে পা বাড়াচ্ছে, তখনই সরকারের নামে বিভিন্ন অপপ্রচার চালাচ্ছে বিরোধীরা। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা। জে পি নাড্ডা বলেন, মহামারীর সময় যখন বিজেপি কর্মীরা মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক তখনই বিরোধীরা কোয়ারেন্টাইনে চলে গিয়েছেন। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের জনপ্রিয়তাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করছে বিজেপি। নাড্ডা বলেন, এর আগে বিরোধীরাই ভ্যাকসিন নিয়ে অনেক কথা বলেছে। ভ্যাকসিনকে ''বিজেপি ভ্যাকসিন'', ''মোদী ভ্যাকসিন'' বলেছেন। এই সব করে সরকারের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে। আজ তারাই আবার ভ্যাকসিনের জন্য কান্নাকাটি করছেন। তিনি এও বলেন, কিছু লোকের কাজই হল বাধা দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতবাসী এই কঠিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৮৫৪ জন, মৃত্যু আরও ছয়জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ৮৫৪ জন। এছাড়া মৃত্যু হয়েছে আরও ছয়জনের। রবিবার বিকেল পর্যন্ত প্রাপ্ত সূত্রে খবর। গত ২৪ ঘন্টা নতুন করে সংক্রমিত হয়েছে ৮৫৪ জন।

এদিন, নমুনা পরীক্ষা হয় ১৩,৩৭১ জনের। মৃত্যু হয় ৬ জনের। পশ্চিম জেলায় সংক্রমনের সংখ্যা ৩৮৬ জন, গোমতী জেলায় ৫৪ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৫৩ জন, খোয়াই জেলায় ৩৭ জন, উত্তর জেলায় ৬৯ জন, ঊনকোটি জেলায় ১০৮ জন, ধলাই জেলায় ৫৯ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ৮৮ জন। সর্বমোট আজকের দিন পর্যন্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬১৬৩ জন। পজিটিভিটি হার ৬.৩৯ শতাংশ।

এদিকে, রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আজ থেকে পুরো নিগমে শুরু হলো প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি টেস্ট। প্রত্যেক বাড়ি থেকে যেকোনো একজনকে টেস্ট করাতে হবে বাধ্যতামূলক। যদি কোন বাড়ির কাউকে পজিটিভ পাওয়া যায় তাহলে পুরো বাড়ির সবাইকে টেস্ট করাতে হবে বললেন সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা।

আজ তার শুভ সূচনা হল পুরি নিগম এলাকার ২৬,২৭, ২৮ নং ওয়ার্ডে। প্রত্যেকদিন প্রত্যেক ওয়ার্ডকে লক্ষ রেখে এই কর্মসূচির শুরু হয়েছে। এদিন সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৩ প্রতাপগড় বিধানসভার বিধায়ক তথা বিধানসভার অধক্ষ্য রেবতী মোহন দাস।

কোভিড সম্পর্কিত আরও কিছু নির্দেশিকা জারি করলেন মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ২৫ মে, ২০২১ তারিখে জারি করা আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার শনিবার বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে আরও কিছু নির্দেশিকা জারি করেছেন।

আদেশে বলা হয়েছে- কোভিড উপযোগী নিয়মকানুন মেনে চলে এম জি এন আর ই পি এস-এর কাজ চলবে। মাস্ক পরিধান করে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ক'ষি/মৎস্য/উদ্যানচাষ/বন/প্রাণী পালন ও রাবার ট্যাপিং সম্পর্কিত কাজ গ্রামীণ এলাকায় চলবে।কার্ফু চলাকালীন সময়ে দুগ্ধ পরিবহণকারী যানবাহন চলতে পারবে। অন্যান্য পণ্য পরিবহণকারী যানবাহনের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ছাড় দেওয়া হয়েছে।

প্লাম্বিং-এর কাজ, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মোটর মেকানিক ও গৃহস্থলী সর'াম মেরামতের যাবতীয় স্পেয়ার পার্টস বিক্রয়কারী দোকান দুপুর ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।দিনের কার্ফুর আওতার বাইরে থাকবে নির্মাণ ও প্রোজেক্ট-এর কাজ।শিল্প/কোম্পানীতে কর্মরত কর্মীরা পরিচয়পত্র দেখিয়ে দুপুর ১২টার পরও চলাচল করতে পারবেন। ২৫ মে, ২০২১-এর আদেশে যেসব জরুরী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত-পাক 'যুদ্ধবিরতি' শান্তি ফেরানোর প্রথম ধাপে সন্তুষ্ট সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.)।। আতঙ্কবাদ দক্ষিণ এশিয়ার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তান যতক্ষণ না এই আতঙ্কবাদীদের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না কড়া পদক্ষেপ নেবে এবং তাদের নীতিকে মৌলিক পরিবর্তন না ঘটবে, ততক্ষণ এই ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিবর্তন ঘটবে না বলে মনে করেন ভারতীয় সেনাপ্রধান এমএম নরবনে।

তিনি আরও বলেন, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে নতুন করে শুরু হওয়া সংঘর্ষ বিরতি ভারত-পাক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে প্রথম ধাপ হতে পারে। তাঁর মতে, তিন মাসের এই সংঘর্ষ বিরতি শান্তি ফেরানোর দীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ। তবে সেজন্য পাকিস্তান সেনাকে আরও সক্রিয় হতে হবে বলেই মনে করছেন দেশের সেনাপ্রধান।

সেই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সংঘর্ষ বিরতি চলছে ভারত-পাক সীমান্তে। একটা সময় সীমান্তের দুই প্রান্তের সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। সে তুলনায় অনেক শান্ত গত তিন মাস। সেনাপ্রধান নরবনে মনে করছেন, এই সাময়িক শান্তির ফলে কাশ্মীরের অনেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুর থেকে আগরতলা আসার পথে দু'দফায় দু'টি গাড়ি ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ মে।। থানায় মামলা দায়ের করারপর কোনোপ্রকার সদুত্তর না পেয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হলেন এক গাড়ীর মালিক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত তাকমাছড়া এডিসি ভিলেজের সুরেন্দ্র সরকার পাড়ার বাসিন্দা রাকেশ চন্দ্র দাসের দুইটি গাড়ী আগরতলা যাবার পথে উদয়পুর এলাকা থেকে জোর পূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায় কিছু সংখ্যক দুস্কৃতিকারী।

গত ২৭/ ০৪/ ২০২১ তারিখে টি আর-০৮-১৮০৩ নম্বরের এস এম এল গাড়ীর চাবি চালকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে ০৪/ ০৫/ ২০২১ তারিখে টি আর- ০৭-১৬১০ নম্বরের গাড়ী পুনরায় ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুস্কৃতীকারীরা। দুটি গাড়ী আগরতলা যাবার পথে দুস্কৃতিকারীরা চালকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। গাড়ীর মালিক অভিযোগ করেন দুস্কৃতিকারীরা মালিক ও মালিকের পরিবারের লোকজনদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে।

এই নিয়ে গাড়ীর মালিক দুস্কৃতিকারীদের নাম দিয়ে উদয়পুর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা করার দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কোন প্রকার সাড়া না পেয়ে অবশেষে বাধ্য হয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হন। সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে গাড়ীর মালিক সমস্ত ঘটনার বিবরন দেন। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে পুলিশ।

সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নিধন হচ্ছে গাছ, পাচারকালে আটক প্রচুর লগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। রবিবার সকালে চড়িলাম বনদপ্তর এর কর্মীরা কমলাসাগর এর কোনাবন সীতাহলা এলাকায় একটি গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ কাছের লগ উদ্ধার করেছে। জানা যায় ,চড়িলাম বনদপ্তর এর কর্মকর্তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে কোনাবন সীতাহলা এলাকায় একটি গাড়িতে গাছের লগ বোঝাই করা হচ্ছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে বনদপ্তর এর পর সেখানে ছুটে গেলে গাড়ি ফেলে চালকসহ অন্যরা পালিয়ে যায়। সেখান থেকেই লগ সহ গাড়িটি বনদপ্তর এর চরিলাম অফিসে নিয়ে আসা হয়। গাড়িটি নম্বরবিহীন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ কিংবা বনদপ্তর এর কর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নম্বরবিহীন এই গাড়িতে করে প্রায়ই ওই এলাকা দিয়ে গাছের লগ ও কাঠ নিয়ে যাওয়া হতো।

রবিবার সকালে সুনির্দৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে বনদপ্তর এর কর্মীরা। সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে এসব গাছের লক কেটে নিয়ে আসা হয়েছে বলে বনদপ্তর এর কর্মীরা জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের অপকর্ম চলেছে। বনদস্যুদের তাণ্ডবে বনজ সম্পদ ক্রমাগত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের বনাঞ্চল থেকে গাছ কেটে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচার করা হয় বলে অভিযোগ।

এই চক্রের জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কটুর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। রাজ্যে করোনা কার্ফু চলাকালে নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়েই বনদস্যুরা কাজ কর্মে লিপ্ত হয়েছে বলেও অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সিপিএম যদি সামাজিক কর্মসূচি করতে না পারে তাহলে পুলিশের সাহায্য নিতে পারে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। দেশে চলছে করোনা পরিস্থিতি। তাই নরেন্দ্র মোদি সরকারের সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কার্যকর্তারা কোন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। এই মুহূর্তে কার্যকর্তারা মানুষের স্বার্থে বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। একটি কমিটি গঠন করে বিধানসভায় এলাকাগুলিতে কার্যকর্তারা মানুষের কাছে যাচ্ছে।

মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি বিধানসভার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি বলেন সরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

কোন ধরনের ঘাটতি রাখা হচ্ছে না। সরকারের সবগুলি সিদ্ধান্তে মানবিক। তাই এদিন তিনি নরেন্দ্র মোদি সরকারকে শুভেচ্ছা জানান। রাজ্যে বিরোধীরা সামাজিক কর্মসূচি পালন করতে পারছে না সেই অভিযোগের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, সন্ত্রাসের ঘটনায় বিজেপি অভিজ্ঞ নয়। সিপিআইএম সন্ত্রাসের ঘটনায় অভিজ্ঞ। তারা যদি বলে তারা সামাজিক কর্মসূচি করতে পারছে না তাহলে তারা পুলিশের সহযোগিতা নিতে পারে। প্রয়োজনে শাসক দলের কর্মীরা তাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে এদিন তিনি জানান।

কারণ বিজেপি রাজনীতি মানে বুঝে সেবা করা। সুতরাং বিজেপি কার্যকর্তারা সন্ত্রাসী ঘটনায় লিপ্ত হতে পারে না। পূর্বেও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এ ধরনের একাধিকবার অভিযোগ তোলা হয়েছিল। পরবর্তী সময় পুলিশ যখন দুস্কৃতিরা আটক হয় তখন দেখা গেছে সেই দুস্কৃতিরা শাসক দলের কর্মীর নয়। সুতরাং এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো থেকে বিরোধীদের বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

রক্তের অভাবে প্রসূতির মৃত্যু নিয়ে শাসক-বিরোধীদের কাদা ছুড়াছুঁড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। আইজিএম হাসপাতালে রক্তস্বল্পতায় প্রসূতি মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধীদের মধ্যে হলো তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত। অভিযোগ সরকার এবং বিরোধী একে অপরের বিরুদ্ধে। বিরোধী দলনেতা সরকারের অপদার্থতাকে তুলে ধরলেন এদিন। তিনি বলেন, সরকারের অপদার্থতায় প্রসূতি মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

অতিমারিতে রক্তদান শিবির করে তা ব্লাড ব্যাঙ্কে রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ। কিন্তু সেই উদ্যোগ সরকার নিচ্ছে না। পুরোটাই উল্টো হয়ে যাচ্ছে। আই জি এম হাসপাতালে প্রসূতি মায়ের রক্তের অভাবে মৃত্যু নিয়ে এই কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। সরকারের অপদার্থতায় প্রসূতি মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এটা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আগে বাম সরকারের সময় বলা হতো রক্ত জমা করে নষ্ট করা হচ্ছে।

এর জবাব রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক নিজেই দিয়েছিলেন। অথচ সেই সময়ের বিরোধী দলের সদস্যরা বিধানসভার ভেতর ও বাইরে মানুষকে নিরুৎসাহিত করত। এখন প্রশ্ন উল্টো হয়ে গেছে। আগরতলায় না এলে মানুষ জানতেই পারত না রক্তের অভাবে এই মায়ের মৃত্যুর কাহিনী। সন্তান প্রসবের পর সেই মায়ের রক্ত ক্ষরণের জন্য আই জি এম-এ স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতাল থেকে যে রক্তের গ্রুপের কথা বলা হয় তার রক্তদাতা জোগার হয়। পরে আবার হাসপাতাল থেকে পরিবারকে জানানো হয় রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ঠিক হয়নি। নতুন গ্রুপের রক্তদাতা জোগার করেও সেই মাকে বাঁচানো গেলে না। অতিমারিতে রক্তদান শিবির করে তা ব্লাড ব্যাঙ্কে রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

কিন্তু সেই উদ্যোগ সরকার নিচ্ছে না। পুরোটাই উল্টো হয়ে যাচ্ছে। রবিবার ছাত্র যুব ভবনে এস এফ আই সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে আই জি এম হাসপাতালে প্রসূতি মায়ের রক্তের অভাবে মৃত্যু নিয়ে এই কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

বিরোধী দলনেতার এ ধরনের মন্তব্য নিয়ে আইজিএম হাসপাতালে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন, সম্প্রতি আইজিএম হাসপাতালে যে রোগীনির মৃত্যু হয়েছে, তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রেফার করার কারণে হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সুতরাং রক্তের অভাবে মৃত্যু হয়নি বলে ধারণা করা হচ্ছে। সুতরাং তার জন্য তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আইজিএম হাসপাতালে সম্প্রতি রুগীনির মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এমনটাই বললেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন বর্তমান করোনা সময়ে রক্তের যাতে কোনো ধরনের স্বল্পতা না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন কি বাতে জায়গা পেলেন রাজ্যের কৃষক ও উৎপাদিত কাঁঠাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে জায়গা করে নিল এরাজ্যের কৃষকরা। রবিবার প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত অনুষ্ঠানে বলেছেন, আমাদের দেশের কৃষকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতার নজির গড়ছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, আগরতলার কৃষকরা উৎপাদিত কাঁঠাল বিদেশে রপ্তানি করছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই আগরতলা থেকে কাঁঠাল গুয়াহাটি পৌঁছানো হয়েছে রেলের মাধ্যমে। সেখানে থেকে লন্ডনে রপ্তানি করা হয়েছে। এথেকে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে দেশের কৃষকরা বিদেশের মাটিতে চাহিদা অনুযায়ী ফসল পাঠানোর ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২২৭ ◘ ৩১ মে ২০২১ ইং ◘ ১৬ জৈষ্ঠ ◘ সোমবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সোশাল মিডিয়া ও রাজনীতি

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার ইতিহাসের যে কোনো সময়ের চাইতে সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌছিয়াছে।সর্বাধিক ব্যবহৃত ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসএপ, উই চ্যাট, স্ন্যাপ চ্যাট মোটামুটি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত রহিয়াছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে এই মাধ্যমগুলো ধনী, গরিব প্রায় সর্বস্তরের মানুষের নিকট সহজে পৌঁছাইয়া গিয়াছে। আর এই সহজলভ্যতার সুযোগ কাজে লাগাইয়া কেউ বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছেন, কেউ উদ্যোক্তা হইয়াছেন , আবার কেউবা মিলিয়ন ডলার আয় করিয়াছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন আশীর্বাদ হিসেবে আসিয়াছি তেমনি এর খারাপ দিকগুলোও সমাজে দারুণভাবে প্রভাব ফেলিয়াছে। কিশোর এবং যুবক শ্রেণির দৈনন্দিন কাজের একটা বড়সড় সময় নষ্ট হইতেছে এই প্ল্যাটফর্মে। আবার তথ্য পাচারের হিড়িক পড়িয়াছে এসবের কল্যাণে যাহা দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ এবং বিশ্বের জন্য অমঙ্গলজনক। ইতোমধ্যে এসব দমনের জন্য নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এই প্ল্যাটফর্মের উদ্যোক্তারা। কিন্তু ঠিক কতটুক লাগাম ধরিতে পারিয়াছেন সেটি এখনো প্রশ্নবিদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। গত এক যুগ ধরিয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা আদায় করিয়াছেন বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদেরা। এমনকি কোনো কোনো দেশের নির্বাচনের মোড় ঘুরাইয়া দিতেও সাহায্য করিয়াছে এই প্ল্যাটফর্মগুলো। এখানে বিনামূল্যে নিজের ইমেজ তৈরি করিয়াছেন প্রার্থীরা। আবার প্রতিপক্ষের ইমেজ নষ্ট করা যাইতেছে খুব সহজেই। ফলশ্রুতিতে বর্তমান সময়ে অনুষ্ঠিত প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে ফেসবুক এবং টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বড়সড় ভূমিকা রাখিতেছে। সর্বশেষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও দেখা গিয়াছে এমন চিত্র। বাধ্য হইয়া ফেসবুক এবং টুইটার কর্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল দেশটির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একাউন্টগুলো। তাহার পরাজয়ের কারণ হিসেবে এটিকেও দাঁড় করান অনেক মার্কিন রাজনীতিবিদ। অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় নির্বাচনী প্রচারণায় বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন প্রার্থীরা। গত শতাব্দীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বোঝা যাইবে মূলত কতোটা পরিবর্তন হইয়াছে এই প্রচারণা প্রক্রিয়ায়। ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে সরাসরি তাদের ভাষণ পৌছাইয়া দেয়া হইয়াছিল প্রতিটি নাগরিকের মুঠোফোনে। ঠিক এভাবেই ভোটারদের কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছেন রাজনীতিবিদেরা।

অর্ধ-যুগ আগেও বিভিন্ন নির্বাচনে সংবাদ প্রকাশের জন্য টেলিভিশন চ্যানেল সমূহকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতেন রাজনৈতিক দলের নেতারা। এখনো যে এই প্রচলন নেই তা কিন্তু না। এখনো এমন প্রচলন রহিয়াছে। কারণ স্মার্টফোনের সহজলভ্যতা মানুষকে টেলিভিশন থেকে মোটামুটি দূরে সরাইয়া দিয়াছে। কর্মক্ষেত্রে টেলিভিশনে খবরাখবর উপভোগ করা বেশিরভাগ মানুষের জন্য অসম্ভব বলা চলে। এমতাবস্থায় ফেসবুক এবং ইউটিউব বিকল্প ভূমিকা হিসেবে ফাঁকা জায়গাটি দখল করিয়া নিয়াছে। কারণ ফেসবুকে বা ইউটিউবে কোনো ভিডিও, অডিও প্রকাশ করিতে অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। বরঞ্চ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি কিছু অর্থ ফেরত দিয়ে থাকে। ঠিক এভাবেই টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান না করিয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিনামূল্যে নিজেদের প্রচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন রাজনৈতিক নেতা, প্রতিনিধিরা।

যেভাবে প্রচার ভাইরাল হয়

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে ''ভাইরাল'' শব্দটি এখন খুবই পরিচিত। ছেলে, যুবক, বুড়ো প্রায় সবাই রসিকতা করিয়া হইলেও শব্দটির ব্যবহার জানেন। মূলত ফেসবুকের ''শেয়ার'' এবং টুইটারের ''রিটুইট'' অপশনের মাধ্যমে যে কোনো পোস্ট কিংবা ভিডিও কোটি কোটি মানুষের নিকট পৌঁছানো যায়। সাধারণ মানুষের পছন্দ হইতে পারে এমন সংবাদ বেশি বেশি শেয়ার কিংবা রিটুইট হলে এটিকেই ভাইরাল বলা যায়। আর ঠিক এমন সুযোগ কাজে লাগাইয়া নিজেদের কার্যক্রম, ভালো দিকগুলো ভাইরাল করিয়াছেন বর্তমান সময়ের রাজনীতিবিদেরা। বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে নির্বাচনের সময় রাজনীতিবিদদের ফেসবুক, টুইটারের পোস্ট বেশি লক্ষ্য করা যায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ভারতে। দেশটির সর্বশেষ নির্বাচনের পূর্বে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইটারে সরব ছিলেন। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনুদান সংগ্রহের অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্মে পরিণত। ২ দশক আগেও অনুদান সংগ্রহের জন্য রাস্তাঘাটে ক্যাম্পেইন করিতেন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। বর্তমানে ক্যাম্পেইন পদ্ধতিটি আছে , শুধুমাত্র পাল্টাইয়াছে ধরণ এবং স্থান। শুধুমাত্র ফেসবুকের মাধ্যমে এশিয়া এবং ইউরোপে কয়েকশত মিলিয়ন ডলার অনুদান সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। যদিও এই কার্যক্রম সবচেয়ে বেশি পরিচালিত হয় আফ্রিকা এবং আমেরিকা মহাদেশে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রাজনীতিবিদদের জন্য শুধুই যে মঙ্গলজনক তা কিন্তু নয়! কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নিকটে পৌঁছাইতে গিয়ে বিপাকে পড়েন তাহারা। কারণ ভোটারদের আকৃষ্ট করিতে নিজেদের অনেক ব্যক্তিগত বিষয় ফেসবুকে পোস্ট করে জানাইতে হয়। কিংবা নিজের পুরোনো দিনের টুইটগুলো সামনে এসে যায় বলে অনেকে সেগুলো রিটুইট করে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। আবার প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা সবসময় এমন সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন যাতে করে যে কোনো দুর্বলতাকে কাজে লাগাইতে ইমেজ নষ্ট করিতে পারে।

কশনগঞ্জে করোনা আক্রান্তদের পাশে মিম

কিশনগঞ্জ, ৩০ মে (হি. স.) : কিশনগঞ্জ ও আশেপাশের এলাকার বেশ কয়েকটি হাসপাতালে তুলে দিল মিম। করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় রবিবার মিম সুপ্রিমো তথা হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি করোনা আক্রান্তদের জন্য বিহারে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও অমৌরের দলীয় বিধায়ক আখতারুল ইমানের মাধ্যমে ভেন্টিলেটার, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার, ওষুধ ও অন্যান্য মেডিকেল ইন্সট্রুমেন্ট তুলে দেন। আখতারুল ইমান জানান, দলের স্থানীয় পাঁচজন বিধায়ক ও দলীয় প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির প্রতিনিধি হিসেবে করোনা রোগীদের জন্য চিকিৎসার সরঞ্জামগুলি কিশনগঞ্জের সিভিল সার্জনের হাতে তুলে দেন। আরও চিকিৎসার সরঞ্জাম অতিসত্বর জেলা স্বাস্থ্য দফতরকে মিমের তরফে দেওয়া হবে। অপরদিকে সিভিল সার্জন জানান, এই অত্যাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, ওষুধ জেলার করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার সহায়ক হবে।

রায়গঞ্জে ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কৃষকের

রায়গঞ্জ, ৩০ মে (হি. স.) : রবিবাসরীয় সকালে মর্মান্তিক ঘটনা। রায়গঞ্জে ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কৃষকের। আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিটিকে উদ্ধারের পর রায়গঞ্জে হাসপাতালে ভর্তি করলে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর তাঁর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে মৃতদেহটিকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে রায়গঞ্জ থানা এলাকার জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শরিয়াবাদ গ্রামে মাঠে ধান কাটতে যাওয়ার সময় একটি বালি বোঝাই ট্র্যাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে মহম্মদ আলম(৬১)কে। যার ফলে গুরুতর জখম হন পেশায় খেতমজুর মহম্মদ। ঘটনার পর প্রথমে মহারাজ হাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর রেফার করা হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। ঘাতক ট্র্যাক্টরটিকে আটক করার পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

আজকের পাঠক কিম্বা লেখক ক'জনেই বা চেনেন লেখক মহীতোষ বিশ্বাসকে!

বরুণ দাস

কথাগুলো অপ্রিয় হলেও টান টান সত্যি। অধ্যাপক লেখক ড. মহীতোষ বিশ্বাসকে খুব অল্প মানুষই চেনেন বা জানেন। মহীতোষ বিশ্বাস ঃ জীবন ও সাহিত্যকর্ম বইটি হাতে আসার পর এই লেখক সম্পর্ক এই প্রজন্মের লেখক পাঠক অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি। অনেকেই জিজ্ঞাসু তোখে শুধু এই আলোকের দিকে চাকিয়েচেন। ভাবথানা এরকম -কে এই মহীতোষ বিশ্বাস। কই, নাম শুনিনি তো আগে। বেশ বোঝা যায়, পারিচিত কিছু নামের বাইরে আমরা তেমন একটি নজর দিই না। দেওয়ার প্রয়োজন বোধও করি না।

অথচ ৬ টি উপন্যাস, ১টি গল্প-সংকলন, ১চি প্রবন্ধ-সংগ্রহ, ১টি কবিতা সংকলন, ১টি জীবনীগ্রন্থ ও ১টি গবেষণা গ্রন্থ কি না লিখেছেন তিনি। পুনশ্চ, গ্রন্থতীর্থ, একবিংশ, জয়দুর্গা লাইব্রেরির মতো কলকাতার প্রকাশন সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক-লেখখ ড. মহীতোষ বিশ্বাসের গ্রন্থগুলি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কলকাতার অভিজাত প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক বাংলায় স্নাতমক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন মহীতোষ। তাঁর অকাদেমিক কেরিয়ারও বেশ উজ্জ্বল।

১৯৮১ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পিএইচডি করেন মহীতোষ বিশ্বাস। তারপর বেছে নেন নোবেল প্রোফেশন শিক্ষকতার পেশ। প্রথমে যোগ দেন মেদিনীপুর বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে। সেখানে দু'বছর অধ্যাপনা সেরে যোগ দেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে। এখানে সুদীর্ঘ ৩৩ বছর সুনামের সঙ্গে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও রিডার হিসেবে অধ্যাপনা করেন। এরপর ১৯৯৯-র নভেম্বরে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন ড. মহীতোষ বিশ্বাস।

আলোচ্য সংকলন প্রসঙ্গে জানাই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনা ও বিদগ্ধ পাঠকদের মতামত -সহ এই লেখকের বইগুলোকেত কেন্দ্র করে প্রথম ৪ ফর্মার 'মহীতোষ বিশ্বাস জীবনও সাহিত্যকর্ম' নামে একটি সংকলন পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল ২ নভেম্বর, ২০০৯-এ। পুস্তিকাটি নিঃশোষিত। এরপরে লেখকের আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বইগুলি সম্পর্কেও সুধী পাঠকদের কিছু মূল্যবান মতামত সংগৃহীত হয়েছে। পুর্বেকার এবং পরবর্তীকালের আলোচনাগুলি সংগ্রথিত করে পরিবর্ধিথ আকারে প্রকাশিত হয়েছে এই সংকলনটি।

'সাহিত্যের সেরাসম্ভার' সাপ্তাহিক দেশ, বইয়ের দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, পরিচয়, চতুষ্কোণ, বেতারজগৎ ইতাদি ত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে ড. মহীতোষ বিশ্বাসের গ্রন্থগুলি। আর তাঁর বইয়ের পাঠকদের মধ্যে আছেন মৈত্রেয়ী দেবী, অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্ত, বিদগ্ধ অধ্যাপক-সাংসদ লেখক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ড. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সংরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ, অধ্যাপক -কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা ড. শর্মিষ্ঠা নাথ, অধ্যাপক সুরঞ্জন রায় প্রমুখ আরও অনেকেই।

লেখকের 'মাটি এক ময়া জানে' শিরোনামে প্রথম উপন্যাস সম্পর্কে অনেকেই প্রশংসা করেছেন। সবার বক্তব্য উল্লেখের হয়তো -বা প্রয়োজন নেই। শুধু দু'জনের মতামত উল্লেখ করলেই প্রাজ্ঞপাঠক বুঝতে পারবেন। মহীতোষ বিশ্বাসের কলমের জোরের কথা। সাহিত্যে জ্ঞানপীঠ সম্মানপ্রাপ্ত বিশিষ্ট লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর সংক্ষিপ্ত মতামতে জানিয়েছেন '.... যে জীবনের ছবিটা তুমি (মহীতোষ) এঁকেছে, সে জীবনটা তোমার ভালো মতো চেনা। সেজন্যই একটা সহজ সুর মনে বাজে...। শুরু করার পর তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলেছি....। এবার আমি আর এক প্রাজ্ঞ পাঠক স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. ভভতোষ দত্ত'র কথা। উপন্যাসটি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ইংরেজিতে impressed বলে একটা শব্দ আছে, তোমার বই পড়ে আমি সত্যসত্যই impressed হয়েছিলাম। যশোরের পল্লীজীবনকে এমন করেচোখের সামনে ফুটে উঠতে আমি আর সেখিনি। শুধু সংলাপে নয়, বর্ণনা-সূত্রে বিশিষ্ট শব্দ প্রকাশভঙ্গি ও বাক্য একটা অত্যন্ত জীবন্ত আবহের সৃষ্টি করেছে। দৈনিন্দিন জীবন, ধর্মীয় আচর লোকবিশ্বাস, রাগ-অনুরাগ অসাধারণ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত।'

সাপ্তাহিক দেশ (২৪ মে ১৯৭৫) পুস্তক আলোচনায় মাটি এক মায়া জানে উপন্যাস সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিল জলমাটি আঁকড়ে থাকা মানুষগুলির জীবন্যাত্রার এক সর্বাঙ্গিন পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন মহীতোষবাবু তাঁর এই উপন্যাসে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তিনি মৎকারভাবে সফল। আঞ্চলিক উপন্যাসের তালিকায় তাঁর উপন্যাসটি একটি বিশিষ্ট সংযোজন বলেগণ্য হবে। তাঁর ভাষা সরল ও তরতরে, জীবনরোধ একাত্তবাবেই ঔপন্যাসিকের চরিত্রচিত্রণ স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, কাহিনীর বুনোটটিও আঁটসাট...।

তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলিও বেশ পাঠক সমাদর পেয়েছে। যেমন 'পায়ে পায়ে পথ', উচ্ছিন্ন পরবাস, গঙ্গা খোঁজে ভগীরথ, বিন খংগড়ৈ পরতাল। এছাড়া গল্পগ্রন্থ 'আমার সময় আমার গল্প'ষ কবিতা সংকলন 'নির্বাচিত কবিতা, গবেষণা গ্রন্থ, বাংলা উপন্যাস-প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা জীবনীগ্রন্থ 'জীবনানন্দ দাশ, প্রবন্ধ সংগ্রহ ভ্রষ্টকুসুম ও অন্যান্য ইত্যাদি গ্রন্থগুলিও বিদগ্ধ পাঠকের প্রভুত প্রশঁসা পেয়েছে। সাধারণত পাঠকের কাছে সেভাবে না পৌঁছালেও দীক্ষিত পাঠকের কদর থেকে কোনওভাবেই বঞ্চিত হয়নি একথা বলাই বাহুল্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর উপন্যাসগুলো নিছক কোনও মামুলি গল্প-কাহিনী নয়, এগুলির মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে দেশ ও কালের এক একটি স্বতন্ত্র পর্যায়। মাটি এক মায়া জানে উপন্যাসটি ভূমি লগ্ন গ্রাম-বাংলার কৃষিজীবী মানুষদের চিরন্তন জীবনকথা। পরে পরে পথ সংগ্রামী কৃষকদের ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত। উচ্ছিন্ন পরবাস ও গঙ্গা খেংজ ভগীরথ ছিন্নমূল, শ্রমজীবী মানুষদের জীবন সংগ্রামের আলেখ্য। আর আম্বেদকরের ব্যক্তি জীবন ও প্রতিবাদী জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস বিন খংগড়ৈ-বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ।

বলাবাহুল্য এটি ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের জীবনী নয়, জীবন কথা। অনেকেই হয়তো জানেন উপন্যাসটি ত্রিপুরা সরকারও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরষ্কৃত। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে ৩৯৭ পাতার গবেষণা ধর্ম উপন্যাস পরতাল লেখক ড. মহীতোষ বিশ্বাসের নিজের কথায়,'..... দাঁড়িপাল্লার পাল্লা ঘুরিয়ে নতুন করে মাপা। দেশভাগের পরবর্তী দিশেহারা ছন্নছাড়া উদ্বাস্তু মানুষদের মর্মন্তুদ কাহিনী এর উপজীব্য ....। সত্যি কথা বলতে কি, এগুলো শুধু গল্প কথা নয়, এগুলো ইতিহাসেরও সাক্ষী।

যদি প্রশ্ন করা যায় গল্পকার ড. মহীতোষ বিশ্বাসের গল্পের বৈশিষ্ট্য কি? এর উত্তরে বলা যায়, পারিপার্শ্বিক জীবনধারার কোনও না কোনও খণ্ডাংশ বা কোনও একটি চরিত্রের অনালোকিত কোনওদিকের চকিত উদ্ভাস বা জীবনের নানা অভিঘাত সৃষ্ট হওয়া কোন অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির বর্ণমালা উঠে এসেছে গল্পগুলোর মধ্যে এবং যেটা ছোটোগল্পের সিদ্ধির একটা শর্তও বচে। যেকোনও গল্পের সময় এবং সময়ের একটা পরিপ্রেক্ষিত উঠে আসবেই। মহীতোষের গল্পেও উঠে এসেছে সময়ের কিছু না কিছু পরিপ্রেক্ষিত।

সার্থখ ছোটগল্প হতে গেলে গল্পের মধ্যে গল্প থাকবে না এমন একটা গড়পরতা ধ্যান ধারণা (কিম্বা পড়ুন মতবাদ) অনেক গল্প লেখকের মধ্যেই বেশ চালু ছিল যদিও লেখক মহীতোষ বিশ্বাস এতে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে, 'গল্পের মধ্যে নিটোল একটি গল্পরস থাকা বালো ছোটোগল্পের একটি মাপকাঠি বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। তবে, অবশ্যই সেটা কোনও মোটা দাগে ফ্ল্যাট কাহিনী নয় সূক্ষ্মতা বা সাংকেতিকতা অবশ্যই থাকবে তার মধ্যে। এরপর গল্পের টেকনিক, স্টাইল, প্রকাশভঙ্গি তো আছেই।

এবার আসা যাক অধ্যাপক লেখক ড. মহীতোষ বিশ্বাসের সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্যের কিছু প্রাসঙ্গিক কথায়। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ছন্দ মেলানের ভূত চাপলো মাথায়। ওপর ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র কবিতা লেখার চেষ্টা করত। আমিও ভিড়ে গেলাম তাদের দলে। প্রতিদিনই চার -পাঁচটা করে কবিতা লেখা চাই। কাগজ বেশ দুর্মূল্য। একটি দরিদ্র পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ একটি অনাদৃত ছেলের পক্ষে ক্লাসের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজের বাইরে কবিতা লেখা মকশো করার জন্য এন্তার কাগজে সংগ্রহ করা বেশ কঠিন। এক দূর সম্পর্কের মামা তার এই ভাগ্নেপুঙ্গবটির কবি প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে দায়িত্ব নিল কাগজ পরিবেশনার।

লেখক মহীতোষ বিশ্বাসের নিজের সংযোদন দিয়েই এই গ্রন্থ আলোচনার ইতি টানলে ভালো হয় অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ একটি মিশনারি কলেজে তখন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অধ্যাপনার কর্মভার, দুস্তর ডেল প্যাসেঞ্জারি, সাংসারিক কৃত্যাদি, ছেলেমেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি নানাবিধ দায় দায়িত্ব পালন করে চলতে হচ্ছে। লেখালেখির সময় বড়ো কম। এরই মধ্যে চলছে নতুন উপন্যাস লেখার ভাবনা চিন্তা। সেই সঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাঝে মাঝে প্রকাশিত হচ্ছে গল্প কবিতা প্রবন্ধ। এভাবেই চলতে থাকে লেখলেখির কাজ।

আলোচনার পরিশেষে বলার এই যে, বিশিষ্ট অধ্যাপক লেখক ড.মহীতোষ বিশ্বাসের বইয়ের ওজনদার সব পাঠকদের হাতে লেখা চিঠি চাপাটি'র দুচারটি যদি স্ক্যান করে এই বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া (প্রকাশ করা) যেতো তো আলোচ্য বইটি আরও আকর্ষণীয় হথো নিঃসেন্দেহে। কিংবা অতীতের অ্যালবাম (পারিবারিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক) থেকে লেখকের কিছু নির্বাচিত ছবি ব্যবহার করা গেলেও বালো হতো। উন্নত মুদ্রণ প্রযুক্তির যুগে এখন তো এশব ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ এবং একজন্য বাড়তি কোনও ব্যয়ও বহন করতে হয় না।

এই সংকলনের সম্পাদনা কাজের প্রশংসা করতেই হয়। সম্পাদক সহজিয়া বিশ্বাস বেশ যত্ন নিয়েই সম্পাদনার কাজটি সম্পন্ন করেছেন। ফলে বইটি সামাগ্রিক ভাবেই সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়েছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০৮ পাতার এই সংকলন গ্রন্থটি সবদিক থেকেই আগ্রহী পাঠকের নজর কাড়ে। বেশ ঝকঝকে ছাপা সুন্দর বাঁধাই এবং সর্বোপরি ব্যবহৃত কাগজেও বেশ দামী। বানান বিভ্রাটও তেমন একটা চোখে পড়েনি। দক্ষ প্রচ্ছদ শিল্পী শেখর বিশ্বাসের প্রচ্ছদ ভাবনা ও প্রচ্ছদ চিতর আলোচ্য গ্রন্থটিকে নান্দনিক মাত্রা এনে দিয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কমপেক্স অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বেশি বয়সের হার্টের চিকিৎসার চাবিকাঠি

ডা. মনতোষ পাঁজা

আগে দেখা যেতে বেশি বয়সে হার্টের অসুখ হলে আক্রান্ত রোগীকে ওষুধ দিয়ে ঘরের মধ্যে থাকার কথাই বলা হত। কারণ এটা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। তবে বর্তমানে অত্যাধুনিক টেকনোলজি ক্যাথ ল্যাব ও চিকিৎসকের দক্ষতার সাহায্য বয়স্ক মানুষদের হার্টের জটিল সমস্যা হলে তার সমাধান করছে কমপ্লেক্স ওাঞ্জিও প্লাস্ট। এই সম্পর্কে নানা তথ্য জানালেন প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মনতোষ পাঁজা। বেশি বয়সে লাইফস্টাইল ডিজিজ অর্থাৎ হাই ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস কোলেস্টেরল এবং কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ অর্থাৎ হাঠের অসুখের প্রবণতা বাড়ে। তাই হাট অ্যাটাক হলে ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে যায়। দ্রুত সঠিক চিকিৎসার সাহায্য না নিলে প্রাণ সংশয় হতে পারে।

কী কী সমস্যা হতে পারে?

৭০ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষদের ডায়াবেটিস ও ব্লাডপ্রেসার থাকাটা স্বাভাবিক। তবে বেশিরভাগ মানুষ কোনও রকম শারীরিক অসুবিধে না হলে রেগুলার হেলথ চেক আর করান না। তাই আচমকা হার্ট অ্যাটাক হলে রোগীর অবস্থা সংকট জনক হয়ে উঠতে পারে।

হার্টের অসুখের কারণ কী?

হার্ট যেমন অনবরত অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পাম্প করে শরীরের বিভিন্ন কোষে পৌঁছে দিচ্ছে সেইরকম হার্টের পেশিরও বাঁচবার জন্য প্রয়োজন সঙ্গে সঙ্গে রক্তবাহী ধমনী মধ্যে চর্বির আস্তরণ জমতে থাকে। এই ব্যাপারটাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে থাকে অ্যাথেরোসক্লোরোসিস। বয়স ছাড়াও অ্যাথেরোসক্লোরোসিসের গতি বাড়িয়ে দেয় স্মোকিম ওভার

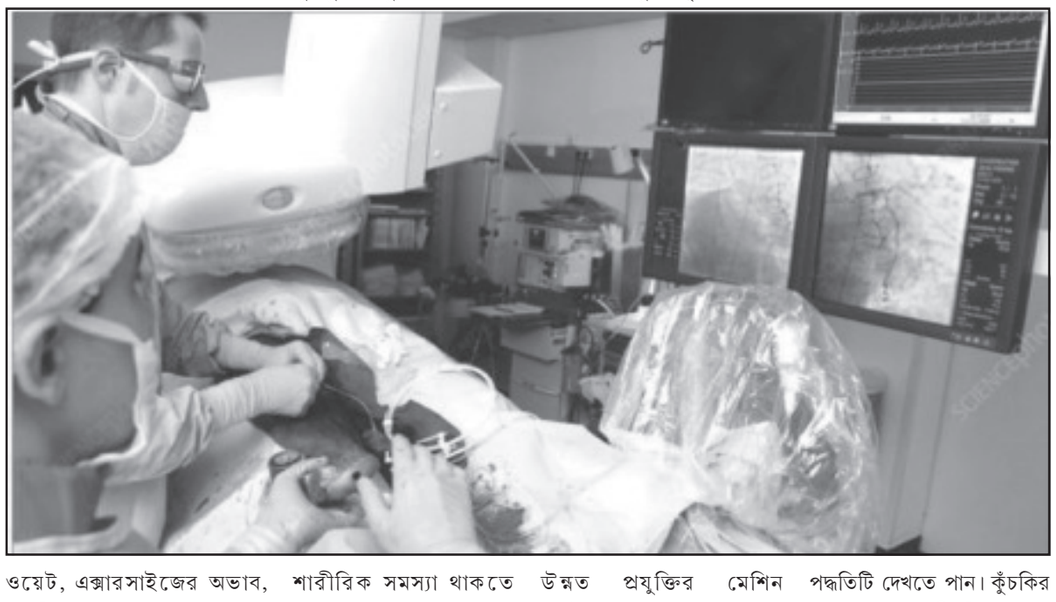

ওয়েট, এক্সারসাইজের অভাব, মানসিক চাপ, হাইব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, বংশগত কারণ, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যভ্যাস ইত্যাদি। ধমনী ভেতরে প্লেক জমতে শুরু করলে হার্টের পেশি প্রয়োজনীয় রক্তের অভাবে হাঁপিয়ে পড়ে। এর ফলেই হার্টের অসুখ হয়। বেশি বয়সে অনেকেরই ধমনীর প্রাচীরে জমা কোলেস্টেরল প্লেক জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। এছাড়াও বেশি বয়সে ডায়াবেটিস, হাইপ্রেসার, ফুসফুসের দুর্বলতা সহ নানা শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে। অনেকের আবার কিডনিও ঠিক মতো কাজ করে না। এই অবস্থায় হার্টের সঠিক চিকিৎসা না করলে রোগীর অবস্তা আরও জটিল হয়ে যেতে পারে।

কমপ্লেক্স অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

কিছু দিন আগে পর্যন্ত এই ধরনের হার্টের সমস্যায় বাইপাস সার্জারির কথা বিবেচনা করা হত। কিন্তু রোগীর বয়স ও অন্যান্য শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বাইপাস সাজারি করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির মেশিন রোটাব্লেডারের সাহায্যে ডায়মন্ড বা হিরে দিয়ে ধমনীতে জমে থাকা পাথর গুড়িয়ে দেওয়া হয়। একই ডাক্তারি নাম অ্যাথেরাক্টমি। করোনারি আটারির এই ধরনের কমপ্লেক্স পদ্ধতিটি দেখতে পান। কুঁচকির বা হাতের ধমনী দিয়ে সুক্ষ্ম ক্যাথিটার প্রবেশ করিয়ে সমগ্র পদ্ধতিটি করা হয়। পাথর সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার পর ওই অংশে ড্রাগ ইটিউটিম স্টেন্ট অর্থাৎ ওষুধের প্রলেপ যুক্ত মেশিন রোটাব্লেডারের সাহায্যে সরিয়ে দিয়ে বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়। আর একেই বলে কমপ্লেক্স অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। রোটাব্লেডারের সাহায্যে ধমনীর পাথর গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য রোগীকে অজ্ঞান করা প্রয়োজন হয় না। বেডের পাশে রাখা মনিটরে রোগী নিজেই এই স্টেন্ট বসিয়ে দেওয়া হয়। পুনরায় প্লাক জমার হাত থেকে বাঁচাতে। বয়স্ক এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছেন এমন রোগীদের জন্য অ্যাথরোক্টমি একটি অত্যন্ত উপযোগী টিকিৎসা পদ্ধতি। রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান। বছরে দুবার চেকআপ করানো আর নিয়ম করে ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন।

হার্টের অসুখ প্রতিরোধ করা দরকার ঃ ধূমপানের নেশা থাকলে তা অবিলম্বে ছাড়তে হবে। কারণ মনে রাখতে হবে একজন স্মোকারের হার্টের অসুখের সম্ভাবনা একজন নন সেমাকারের থেকে ৪-৫ গুণ বেশি। এছাড়া স্ট্রেস কমাতে নিয়মিত কয়েকটি ব্রিদিং এক্সারসাইজ ও প্রাণায়ম করা জরুরি। একইসঙ্গে নিয়ম করে হাঁটা এবং এক্সারসাইজের অভ্যাস করতে হবে। খাওয়া দাওয়া অর্থাৎ ডায়েটে ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। বেশি তেলে ভাজা না খাওয়াই বাল যতটা সম্ভব দিনে অন্তর চার-পাঁতটি সবজি ও দুটি গোটা ফল খাওয়া প্রয়োজন এবং ভালো। বেশি বয়সে ধমনীতে পাথর জমা আটকাতে এখন থেকেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার অল ত্রিপুরা গেজেটেড অফিসার্স সংঘের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব

সোমবার ভারতের উপকুল কেরালায় ঢুকতে চলেছে বর্ষা, রাজ্যে আসবে ৮ জুন

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : অপেক্ষার শেষ হতে চলেছে। আগামীকাল সোমবার ৩১ মে ভারতের উপকুল কেরালায় ঢুকতে চলেছে বর্ষা। চলতি মরসুমে কিছুটা আগেই দেশে ঢুকতে চলেছে বর্ষা। সাধারণত জুনের শুরুতে দেশে বর্ষা ঢোকে, সেখানে মে মাসের একেবারে শেষদিনে ঢুকতে চলেছে বর্ষা। এবার বর্ষায় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হতে চলেছে বলে ইন্ডিয়া মেটেরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সূত্রে জানা গিয়েছে। জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশে ৭০-র মত বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গে ৮ জুন নাগাদই বর্ষা ঢুকতে পারে। গতবার বর্ষা ঢুকতে বেশ কিছুটা দেরি হয়েছিল। বাংলায় বর্ষা প্রথমে পাহাড়ে আসে। এরপর আস্তে আস্তে তা ঘিরে বাংলাকে। আগামী ১৫ জুনের মধ্যে বর্ষা ঘিরে ফেলতে পারে দক্ষিণবঙ্গসহ সারা বাংলাকে। এর মধ্যেই দেশে দুটো মাঝারি মাপের সাইক্লোন আসায় দেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাত হয়েছে। প্রথমে তখত-এর প্রভাবে কেরালা, তামিলনাড়ু, গোয়া, মহারাষ্ট্রে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। কেরালার তিরুবন্তপুরম, এর্নাকুলাম, কোট্টায়াম, ইদুক্কি, আলপুজ্জাহা অঞ্চলে প্রাক বর্ষার বৃষ্টিপাত হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ, উত্তরাখণ্ড সহ উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলেও প্রাক বর্ষার বৃষ্টিপাত হয়েছে। "য়াস"-এর প্রভাব পশ্চিমবাঙলার উপকুলবর্তী অঞ্চল, কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা, ওডিশা, ঝাড়খণ্ডেও ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়।

বাংলাদেশে নতুন শর্ত জারি করে লকডাউন বাড়তে চলেছে আরও এক সপ্তাহ

ঢাকা, ৩০ মে (হি.স.) : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে না আসায় আগের শর্তাবলির সঙ্গে কিছু নতুন শর্ত যোগ করে আরও এক সপ্তাহ বাড়ানোর চিন্তা করছে বাংলাদেশ সরকার। নতুন শর্তে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে বিধিনিষেধ কঠোর হতে পারে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন পেলে রবিবার এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হবে বলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে খবর, সীমান্তবর্তী জেলায় করোনার ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ জন্য সীমান্তবর্তী জেলার মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণে নতুন নিয়ম আরোপ করা হতে পারে। এর আগে এদিন মধ্যরাত পর্যন্ত বিধিনিষেধ বাড়ানো হয়েছিল। সর্বশেষ ওই বিধিনিষেধে বন্ধ থাকা সব দূরপাল্লার গণপরিবহন অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলাচলের অনুমতি পেয়েছিল। এরপর থেকে আন্তজেলাসহ সব ধরনের গণপরিবহন (বাস, ট্রেন ও লঞ্চ) চলছে।

চলতি বছর করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ৫ এপ্রিল থেকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ঢিলেঢালা লকডাউন হলেও সংক্রমণ আরও বেড়ে যাওয়ায় ১৪ এপ্রিল থেকে "কঠোর লকডাউন" ঘোষণা করে সরকার।

পরে সিটি করপোরেশন এলাকায় গণপরিবহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে দূরপাল্লার বাস, লঞ্চ এবং ট্রেন চলাচল ঈদ পর্যন্ত বন্ধ ছিল। পরে ২৪ মে থেকে গণপরিবহন চলার অনুমতি দেওয়া হয়।

দেশের দৈনিক সংক্রমণ সংখ্যা গত ৬ সপ্তাহে সর্বনিম্ন, ঊর্ধমুখী সুস্থতার হারও, ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুও সাড়ে ৩ হাজারের নীচে

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : আরও নিম্নমুখী দেশে দৈনিক কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে দৈনিক আক্রান্ত নেমেছিল ১ লক্ষ ৭৩ হাজারে। রবিবার তা আরও কিছুটা কমল। গত ৪৬ দিনের মধ্যে এটাই সর্বনিম্ন পরিসংখ্যা। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বুলেটিন জানাচ্ছে, বাড়ছে সুস্থতার হার। একদিনে কোভিড মুক্ত হয়েছেন ২ লাখ ৭৬ হাজার ৩০৯ জন। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩৪৬০ জন।

ভারতে বেশ কয়েক দিন ধরে লাগাতার কমছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় দৈনিক মৃত্যু সাড়ে ৩ হাজারের নীচে নেমেছে। রবিবার ভারতে করোনা আক্রান্ত হয়ে ৩ হাজার ৪৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৩০ মে, রবিবার পর্যন্ত ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮০০।

এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৭২ জনের। দেশে মোট কোভিড সংক্রমণের হার গত ৩ দিন ধরে ৮.১৩ শতাংশই রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের হার কিছুটা কমেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কোভিড সংক্রমণের হার ৮.০২ শতাংশ।

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সংবিধান, মানসম্মানের কথা মানায় না', কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৩০ মে (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর্যালোচনা বৈঠক নিয়ে তোলপাড় রাজনীতির আলিন্দ। এই প্রসঙ্গে শনিবারই প্রধানমন্ত্রীকে জোরাল আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই ইস্যুতে রবিবার খড়গপুরের চা চক্রে অংশ নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

তিনি বলেন, "কী হয়েছে সারা দুনিয়া দেখেছে। উনি মুখ্যসচিবকে নিয়ে ঢুকলেন। আবার তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এটা কোন ধরনের ভদ্রতার মধ্যে পড়ে? এটা কী ধরনের সম্মান? সেজন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে সংবিধান, মানসম্মান এসব মানায় না। উনি রাজনীতি করতে চাইছেন করুন।" উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ওড়িশার 'ইয়াস' বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর কলাইকুন্ডায় পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত একটি রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন তিনি। সুন্দরবন এবং দিঘার জন্য মোট ২০ কোটি টাকা আর্থিক প্যাকেজের কথা বলেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর রিভিউ মিটিংয়ে যোগ দেননি তিনি। আগেই নবান্নের তরফে ওই বৈঠকে বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতি নিয়ে আপত্তি করা হয়। মমতার বৈঠকে যোগ না দেওয়ার নিয়ে চলছে জোর চর্চা। শনিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী সমালোচনার জবাব দেন। তাঁকে বারবার অপমান করা হয় বলেও দাবি করেন। তারই এবার পালটা প্রতিক্রিয়া দিলেন দিলীপ ঘোষ।

অনেকটাই স্থিতিশীল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মেডিক্যাল বুলেটিন

কলকাতা, ৩০ মে (হি.স.) : আগের তুলনায় অনেকটাই স্থিতিশীল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থা। রবিবার সকালে মেডিক্যাল বুলেটিনে হাসপাতালের তরফে এমনটাই জানানো হল। বর্তমানে তাঁর হৃদস্পন্দন (প্রতি ঘণ্টায় ৬০) ও রক্তচাপ অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে।

কলকাতার আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিতসা চলছে বুদ্ধদেববাবুর। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখতে তৈরি হয়েছে মেডিক্যাল বোর্ড। বিশিষ্ট চিকিতসকদের তত্ত্বাবধানেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি। এদিনের মেডিক্যাল বুলেটিন অনুযায়ী, বুদ্ধদেববাবুর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া-দাওয়া করছেন। সচেতন আছেন, কথাবার্তা বলতেও সমস্যা হচ্ছে না। বর্তমানে তাঁর রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ ৯২ শতাংশ। প্রস্রাবেও কোনও অসুবিধা নেই। গতকালই রেমডেসিভিরের কোর্স শেষ করেছেন ৭৭ বছরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও এখনও শুকনো কাশি রয়ে গিয়েছে তাঁর। আজ তাঁর বুকের এক্স-রে করা হবে। প্রতিনিয়ত তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখা হচ্ছে। যদিও কবে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন, সে ব্যাপারে কোনও ইঙ্গিত দেননি চিকিতসকরা।

উল্লেখ্য, গত ১৮ মে করোনায় আক্রান্ত হন সস্ত্রীক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বর্ষীয়ান নেতার সিওপিডি-র সমস্যাও রয়েছে। তবে বরাবরই হাসপাতালে ভরতির ক্ষেত্রে অনীহা তাঁর। তাই স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও বাড়িতেই চিকিতসা তবে ২৫ মে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের।

অক্সিজেনের মাত্রা ৮০-র কাছাকাছি চলে যায় তাঁর। দুর্যোগের মধ্যে আর বাড়িতে রেখে তাঁর চিকিতসার ঝুঁকি নেননি চিকিতসকরা। তাই হাসপাতালে ভরতি করে তাঁর চিকিতসা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতো এখনও হাসপাতালে রেখেই চিকিতসা চলছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর।

করোনা আবহে চুপিসারে তৃতীয়বারের জন্য বিয়ে সারলেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন

লন্ডন, ৩০ মে (হি.স.) : করোনা আবহে এবার চুপিসারে তৃতীয়বারের জন্য বিয়ে সারলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। দীর্ঘদিনের বান্ধবী ক্যারি সিমন্ডসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ অনাম্বড়ে করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টর ক্যাথিড্রাল চার্চে শনিবার চারহাত এক হয় জনসন ও ক্যারি সিমন্ডসের।

রবিবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর ডাউনিং স্ট্রিটের এক মুখপাত্রের তরফে সরকারি ভাবে প্রধানমন্ত্রীর বিয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হয়। জানা গিয়েছে, অত্যন্ত গোপনে এই বিয়ের অনুষ্ঠান সাড়া হয়। এমনকি বরিসের সহকর্মীরাও এই বিয়ের বিষয়ে কিছু জানতেন না। করোনা সংক্রমণের কারণে বর্তমানে ইংল্যান্ডে বিয়ের আমন্ত্রিতের সংখ্যা ৩০-এ বেঁধে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। নিজের বিয়ের অনুষ্ঠানেও সেই নিয়ম পালন করেন তিনি। শেষ মুহূর্তে হাতে গোনা ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকেই কেবল আমন্ত্রণ জানানো হয়। জানা গিয়েছে, লন্ডনের স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টা নাগাদ আচমকাই ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় ওয়েস্টমিনস্টর ক্যাথিড্রাল চার্চ। এরপর দেখা যায় একটি সাদা গাউন পরে লিম্যুজিন গাড়িতে করে বিয়ের অনুষ্ঠানে আসেন ক্যারি সিমন্ডস। সেখানেই সম্পন্ন হয় বিয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠান।২০১৯ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে বসার পর থেকেই লিভ-ইন করছিলেন বরিস জনসন (৫৬) এবং ক্যারি সিমন্ডস (৩৩)। গতবছরই তাঁরা জানান যে, বরিস ও সিমন্ডস দুজনেই বাগদান পর্ব সেরে ফেলেছেন। ২০২০ সালে তাঁদের ছেলে নিকোলাস জনসন জন্মগ্রহণ করেন।

কোচবিহারের সিতাইয়ে বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, শুরু রাজনৈতিক তরজা

দিনহাটা, ৩০ মে (হি. স.) : রাজ্যে কিছুতেই কমছে না ভোট পরবর্তী হিংসা। ফের উদ্ধার বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ। এবার বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল কোচবিহারের সিতাই বিধানসভার হোকদহ গ্রামে। রবিবার সকালের এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে উঠছে অভিযোগের আঙুল। জেলা বিজেপি সভানেত্রী মালতী রাভা রায়ের অভিযোগ, তাঁদের কর্মীকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। যেকোনও মৃত্যুর ঘটনায় রাজনীতির রং লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তাঁরা। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, হোকদহ গ্রামের বিজেপি কর্মী অনিল বর্মন নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে বাড়িছাড়া ছিলেন। শনিবার তিনি বাড়িতে ফেরেন। বিকেল নাগাদ ফের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকেরা তাঁর খোঁজ শুরু করেন। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে অনিলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। জেলা বিজেপি সভানেত্রী মালতী রাভা রায়ের অভিযোগ, তাঁদের কর্মীকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও লাভ হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়। তাঁর দাবি, বিজেপি সমস্ত মৃত্যুতে রাজনীতির রং লাগাচ্ছে। দেহ ময়নাতদন্তের পর গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিতাই থানার পুলিশ।

মালদা থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশি জেএমবি জঙ্গি

মালদা, ৩০ মে (হি. স.) : এবার মালদা থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশের জেএমবি জঙ্গি। শনিবার রাতে পুরাতন মালদার সাহাপুর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে রুবেল হোসেন নামে এই জেএমবি জঙ্গিকে গ্রেফতার করে মালদা থানার পুলিশ। ধৃত রুবেলকে রবিবারই বিশেষ আদালতে তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশের নাগরিক ওই যুবক, প্রায় আটদিন ধরে মালদায় লুকিয়ে ছিল। তবে শেষ রক্ষা হল না। শনিবার রাতে পুরাতন মালদার সাহাপুর এলাকায় তল্লাশি চালালে সেখানকার একটি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় রুবেল হোসেনকে।

পুলিশের দাবি, বাংলাদেশের নওগাঁর বাসিন্দা ওই যুবক। দীর্ঘদিন ধরেই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে। সম্প্রতি বাংলাদেশে ধরপাকড় শুরু হওয়ায় কোনওভাবে ভারতে চলে আসে রুবেল ও তার সঙ্গীরা। সাহাপুরের এক গোপন ডেরায় আত্মগোপন করে জঙ্গি সংগঠনের কাজ কর্ম চালাচ্ছিল তারা। গোপন সূত্রের মাধ্যমে তা জানতে পারে মালদা থানার পুলিশ। এরপরই শনিবার রাতে সাহাপুরের একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় আধিকারিকরা। সেখান থেকেই গ্রেফতারর করা হয় রুবেলকে। যদিও তার সঙ্গীরা পরিস্থিতি বুঝে চম্পট দেওয়ায় তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তাদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

অন্যদিকে রবিবারই বিশেষ আদালতে তোলা হয়েছে ধৃত রুবেল। অভিযুক্তের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানতে বাংলাদেশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে খবর।

লকডাউনের মেয়াদ ৭ জুন পর্যন্ত বাড়ল হরিয়ানায়

চণ্ডীগড়, ৩০ মে (হি.স.) : দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কিছুটা কম হলেও এক্ষুনি হাল ছাড়তে নারাজ কোন রাজ্যই। বিভিন্ন রাজ্য প্রশাসন সংক্রমণ ঠেকাতে নিজ নিজ রণনীতি গ্রহণ করেছেন। কোন রাজ্যে লকডাউন ও নৈশকালীন কারফিউ জারি করা হয়েছে। আবার কোন কোন রাজ্যে লকডাউন বা নৈশকালীন কার্ফু কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। এমত অবস্থায় করোনার সংক্রমণ কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় হরিয়ানা রাজ্যে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ৭ জুন পর্যন্ত রাজ্যে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টার জানিয়েছেন, করোনা সংক্রমণকে ঠেকাতে রাজ্যে ৭ জুন পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হল। এর পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনের জানিয়েছে, প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত সমস্ত ধরনের দোকান খোলা থাকবে। পাশাপাশি ১৫ জুন পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখার ঘোষণা আগেই করা হয়েছিল। পাশাপাশি বহাল থাকবে নৈশকালীন কার্ফুও।

সুন্দরবনে মৃত্যু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের

বারুইপুর, ৩০ মে (হি. স.) : বনকর্মীদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে সুন্দরবনে মারা গেল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বার্ধক্যজনিত কারণেই ওই বাঘটির মৃত্যু হয়েছে। তবে তার মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে।

বনদফতর সূত্রে খবর, বেশ কয়েকদিন ধরে সুন্দরবনব্রাঘ্য প্রকল্পের কাছে হরিখালির জঙ্গলে পূর্ণবয়স্ক ওই বাঘটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল। সে বেশ দুর্বল ছিল। শনিবার সকালে তার অসুস্থতা আরও বাড়তে থাকে। তাকে উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। সজনেখালিতে নিয়ে যাওয়া হয়। জল খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। খেতে দেওয়া হয় মুরগি। চিকিৎসক তার শারীরিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যু হয় বাঘটির। এ প্রসঙ্গে মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) বিবেক কুমার যাদব বলেন, "বাঘটি হরিখালির জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছিল। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে সজনেখালিতে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসাও করানো হয়। তবে তার মৃত্যু হয়েছে। বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থতার জন্য বাঘটির মৃত্যু হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।" ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের ফলে বিধ্বস্ত সুন্দরবন। জলের তলায় চলে গিয়েছে সুন্দরবন ব্রাঘ্য প্রকল্পের বিস্তীর্ণ এলাকা। মৃত্যুর আগের কয়েকদিন বাঘটি আদৌ খাবার পেয়েছিল কিনা, সে শিকার করতে পেরেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাঘটির ময়নাতদন্তও করা হচ্ছে।

বাঘের প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন ব্রাঘ্য বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডু। তবে যেভাবে ইয়াসে বিধ্বস্ত সুন্দরবনে বনকর্মীরা যেভাবে কাজ করেছেন তার প্রশংসা করেছেন তিনি।

ঠাকুরপুকুরে নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বাজার খোলা থাকায় আটকে অ্যাম্বুল্যান্স

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.) : করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরের। ইতিমধ্যেই করোনার বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন। যার জেরে বাজার দোকান খোলার ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়। কিন্তু রবিবার ঠাকুরপুকুরে সময়ের পরেও খোলা বাজার দোকান। যার জেরে আটকে অ্যাম্বুল্যান্স। কয়েক মাস ধরেই রাজ্য জুড়ে করোনার বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। করোনা ঠেকাতে তাই লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাজ্য জুড়ে। আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত চলবে লকডাউন। যার জেরে বাজার দোকান খোলার ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়। কিন্তু রবিবার ঠাকুরপুকুরে নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বাজার খোলা রাখার অভিযোগ। বাজার খোলা দেখে সেখানে ভিড় জমায় সাধারণ মানুষও। বাজার খোলা থাকায় সুরক্ষা বিধি শিকেয় তুলে রাস্তা আটকে চলছে বাজার দোকান। যার জেরে রোগী নিয়ে আটকে পরে অ্যাম্বুল্যান্স। আধঘণ্টা আটকে থাকার পরে স্থানীয়রা ভিড় সরিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ঘটনাস্থলে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ এসে বাজার তুলে দেয়।

হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

"৫ হাজার লোকের কাছে খাবার দিতে চেয়েছিলাম দুর্ভাগ্য যেতে পারিনি": মন্তব্য অসুস্থ মদনের

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.) : সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পথেই ফের অসুস্থ তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। নারদ মামলায় গ্রেফতারির পর এসএসকেএম হাসপাতালেই চিকিৎসারত ছিলেন তৃণমূল নেতা। রবিবার এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথেই অসুস্থ হয়ে পরেন মদন মিত্র। আর তারপরেই "৫ হাজার লোকের কাছে খাবার দিতে চেয়েছিলাম দুর্ভাগ্য যেতে পারিনি" মন্তব্য তৃণমূল নেতার।

কিছুদিন আগেই নারদ-মামলায় চার নেতামন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে সিবিআই।

এরপর শুক্রবার জামিন তাঁরা। জেলে থাকাকালীন সময়ে মদন মিত্র অসুস্থ বোধ করায় তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরই মাঝে এদিন সুস্থ হয়ে হাসপাতল থেকে ছাড়া পেলেন তৃণমূল নেতা। কিন্তু জেলে থাকাকালীন সময়ে মদন মিত্র অসুস্থ বোধ করায় তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরই মাঝে এদিন সুস্থ হয়ে হাসপাতল থেকে ছাড়া পেলেন তৃণমূল নেতা। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথেই ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন মদন মিত্র। শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় তাঁকে ইনহেলার নিতে হয়। এমনকি দেওয়া হয় অক্সিজেনও।

অসুস্থ হওয়ার পরেই মদন মিত্র বলেন, "প্রচন্ড রোদ। কিন্তু তবুও রোদকে উপেক্ষা করে মনের জোর দিয়ে মানুষের কাছে পৌছাবার চেষ্টা করেছিলাম। ৫ হাজার লোকের কাছে খাবার দিতে চেয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য যেতে পারিনি"।

"মামলা নিয়ে কোনও কথা বলব না, আমাকে সুস্থ করার জন্য চিকিৎসকদের ধন্যবাদ": মদন মিত্র

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.) : নারদ মামলায় গ্রেফতারির পর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। অবশেষে রবিবার সুস্থ হয়ে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান মদন মিত্র। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে " মামলা নিয়ে কোনও কথা বলব না, আমাকে সুস্থ করার জন্য চিকিৎসকদের ধন্যবাদ" মন্তব্য তৃনমূল নেতার।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মদন মিত্র আরও বলেন, " আমি মামলা নিয়ে কোনও কথা বলব না। আমাকে সুস্থ করার জন্য চিকিৎসকদের ধন্যবাদ। হাসপাতাল থেকে আমি মাজারে গিয়ে চাদর চড়াব। আমি জগতে এসেছি মনোরঞ্জন করতে। আমি কোনওদিন আদালতের কোনও নির্দেশ অমান্য করিনি"।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে নারদ-মামলায় তৃণমূলের চার নেতা ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে সিবিআই। অবশেষে শুক্রবার নারদ মামলায় যুক্ত তৃণমূলের চার নেতার জামিন হয়। জেলে থাকাকালীন সময়ে মদন মিত্র অসুস্থ বোধ করায় তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরই মাঝে এদিন সুস্থ হয়ে হাসপাতল থেকে ছাড়া পেলেন তৃণমূল নেতা।

ফের শহরে এটিএম জালিয়াতির অভিযোগ

কলকাতা, ৩০ মে (হি স): একেই করোনা হানায় নাজেহাল রাজ্যবাসী। অন্যদিকে করোনা তারই মাঝে আবার লকডাউন দুয়ে মিলিয়ে সমস্যায় সকলে। এরই মাঝে এবার খাস কলকাতায় এটিএম জালিয়াতির অভিযোগ। রবিবার ঘটনার তদন্তে লালবাজার গোয়েন্দা শাখা।

করোনা আতঙ্কের জেরে বর্তমানে রাজ্য জুড়ে চলছে লকডাউন। যা জেরে সমস্যায় পরতে হচ্ছে বহু মানুষকে। এই পরিস্থিতির মাঝেই এবার অভিযোগ উঠেছে এটিএম মেশিনে জালিয়াতির। রবিবার অভিযোগ উঠেছে কাশীপুর, নিউমার্কেট ও যাদবপুরে কলকাতার ৩টি এটিএমমের বিরুদ্ধে জালিয়াতির। অভিযোগ, মেশিন ভাঙা হচ্ছে না কিন্তু কার্ড ঢুকিয়ে যেমন টাকা তোলা হয় ঠিক সেভাবেই তোলা হচ্ছে টাকা। কিভাবে সম্ভব হচ্ছে তা নিয়ে কপালে ভাঁজ পড়েছে তদন্তকারীদের। ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে লালবাজারের গোয়েন্দাদের টিম।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

করোনা আক্রান্তের ডায়েট কেমন হওয়া উচিত, জেনে নিন

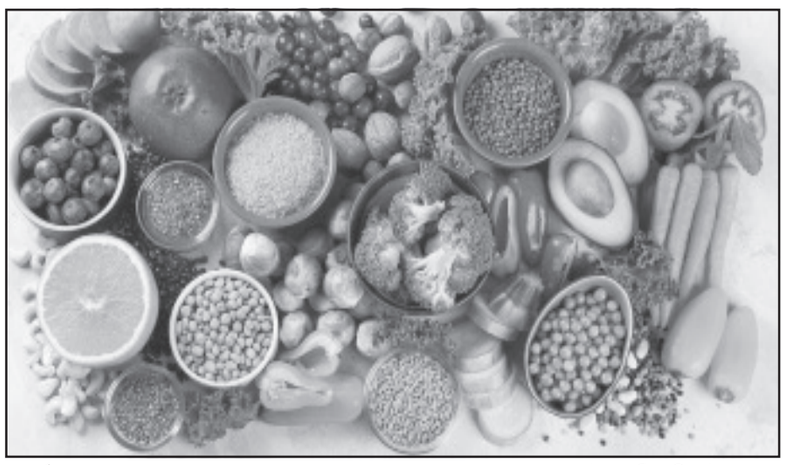

সতর্ক না থাকলে ফল হতে পারে মারাত্বক। করোনা আক্রান্ত হওয়ার সময় ও সেরে ওঠার পরেও পুষ্টি রোগীর জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টি সম্বৃদ্ধ খাবার দেহের রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমকে ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে। মনে রাখতে হবে যে সব করোনা রোগীর মৃদু উপসর্গ থাকে তারা হয়তো দ্রুত সুস্থ হয়ে যান। কিন্তু তার পরবর্তী কালে সতর্ক না থাকলে ফল হতে পারে মারাত্বক। তাই সুস্থ হয়ে ওঠার পরও শরীরে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থের পরিপূর্ণ যোগান প্রয়োজন। কারণ সুস্থ হওয়ার পর শারীরিক সিস্টেমে যে ঘাটতি তৈরী হয়ে, এই উপাদান গুলি পুনরায় সেটা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি চলে যায়। এটি অন্যতম একটি প্রধান লক্ষণ । এর ফলে আমাদের খিদের ওপর প্রভাব পড়ে। প্রয়োজনীয় ও পরিমান মতো খাদ্য রোগী গ্রহণ করতে পারে না যার ফলে দেখা দেয় শারীরিক দুর্বলতা। তাই এই সময়ে যেটুকু খাবার খাওয়া সম্ভব সেই খাবার যেনো হয় স্বাস্থ্যগুনে সম্পন্ন ও পুষ্টিকর।

ঘুম থেকে ওঠার পর দিনের শুরুতেই অ্যান্টিঅক্সিডন্ট সমৃদ্ধ , রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার খাওয়া প্রয়োজন। কোভিড রোগে চলাকালীন দিনের শুরুতে রসুন, ৩০ মিলি লিটার আমলকি ও অ্যালোভেরা জুস, জিরা ও জোয়ান ভেজানো জল বা মেথি ভেজানো জল বা দারচিনি ভেজানো জল খাওয়া যেতে পারে। এরপর সকালে ৫ টি আমন্ড, ২ টি আখরোট, ১ টি খেজুর খাওয়া যায়, এর সঙ্গে একটু মরসুমি ফল খেলে আরও ভালো। ব্রেকফাস্টে আমন্ড মিল্কের সাথে ওটস মিল খেতে পারেন, চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করুন গুড়। সঙ্গে খেতে পারেন কয়েকটি ডিমের সাদা অংশ। শরীরকে ঠান্ডা ও হাইড্রেটেড রাখার জন্য খেতে পারেন ডাবের জলও।

লাঞ্চে এনার্জির জন্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার প্রয়োজন। লাঞ্চে ব্রাউন রাইস, মিষ্টি আলু , গমের রুটি খাওয়া চলতে পারে। প্রোটিনের জন্য কলাইয়ের ডাল, মাংস, মাছ খাওয়া যেতে পারে। এর থেকে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডও পাওয়া যায়। দু এক রকমের ফাইবার , ভিটামিন, মিনারেল সমৃদ্ধ মরসুমি সবজি ডায়েটে রাখতে। লাঞ্চ ও ডিনারের মাঝখানে ভিটামিন সি সম্বৃদ্ধ ফল যেমন কমলালেবু, আঙ্গুর, কিউই খাওয়া যেতে পারে। এর পাশাপশি হলুদ দেওয়া দুধ, আদা চা, বা গ্রীন টি খাওয়া যেতে পারে। ডিনারে হাই প্রোটিন সম্বৃদ্ধ খাবার খাওয়া দরকার। বোন ব্রথ সুপ, ডিম, গ্রিলড ফিশ, ব্রকলি, সবজি ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। ঘুমানোর কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা আগে ডিনার সেরে ফেলতে হবে। এবং এই সময়ে প্যাকেটজাত খাবার, প্রিজার্ভড ফুড, ভাজাভুজি সম্বৃদ্ধ খাবার, কুকিজ, ক্যাফিন, জাঙ্ক ফুড, অ্যালকোহল, ও ধূমপান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

খাবারের পাতে রাখুন ভেজিটেবিল প্যানকেকে, বাড়বে ইমিউনিটি

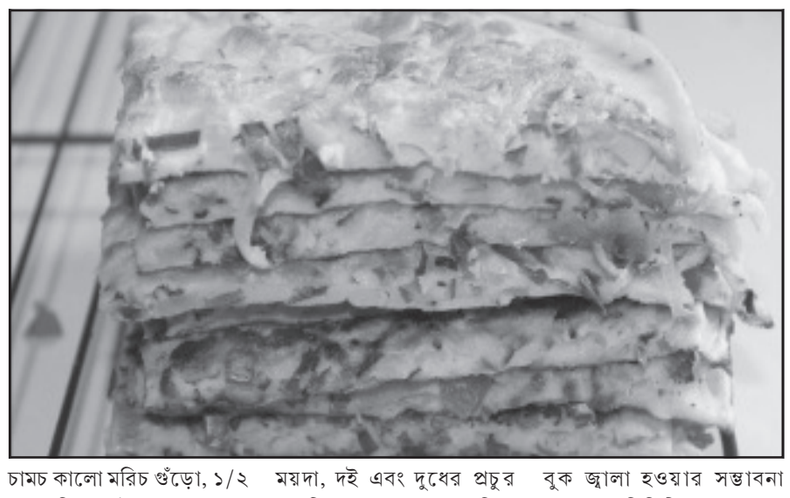

গোটা দেশজুড়ে তান্ডব চালাচ্ছে করোনা ভাইরাস। মানুষ বনাম ভাইরাসের যুদ্ধে এখনও অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এই ভাইরাস। তবুও দেশের বহু মানুষ প্রতিটা দিন হার না মানার লড়াই করে চলেছে। আবার অনেকে রয়েছে যারা ইতিমধ্যে ভাইরাসের কাছে হার মেনে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়েছে। মহামারীর এই কঠিন সময়ে স্বাস্থ্য ভালো রাখাটা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সকল মানুষের কাছে। প্রতিটা দিন অতিবাহিত করাটাই যেন এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সময়ে আমাদের সকলের মানসিক সুস্থ্যতার সঙ্গে স্বাস্থ্য ভালো রাখা খুব দরকার। তার কারণ স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে এবং তা হলে সহজে শরীরে দানা বাঁধবে করোনা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য একটা ভালো ডায়েট মেনে চলা উচিত সকলকে। একটা সঠিক ডায়েট অনেক পরিমাণে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে থাকে। যেমন পনিরের স্যুপ হোক কিংবা মটরশুটির স্যালাড মহামারীর সময়ে এগুলি খুব উপকারী। তবে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর তালিকায় আরও একটি মেনু আমারা যুক্ত করতে পারি। গাজর, পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি ভেজিটেবিল প্যানকেক যা স্বাদের সঙ্গে আমাদের শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। এর পাশাপাশি এই প্যানকেক খাওয়ার জন্য একটি চাটনি পাতে রাখা যেতে পারে, যা থেকেও মিলতে পারে ইমিউনিটি। আসুন দেখে নেওয়া যাক এই প্যানকেক তৈরি তে কী কী উপাদানের প্রয়োজন এবং কী ভাবে এটা তৈরি করতে হবে।

উপকরণ: ১/৪ কাপ গাজর ১/৪ কাপ শাক, ১/৪ কাপ বাঁধাকপি, ১/৪ কাপ পেঁয়াজ ১/৪ কাপ ধনে পাতা, ২ টো কাঁচা লঙ্কা , এবং ১ ইঞ্চি আদা, ৭৫ গ্রাম আটা, ২৫ রাম ছাতু, ২৫ গ্রাম বেসন, ২৫ গ্রাম ওটস, ১ কাপ দুধ, ২ টো ডিম, ২ চামচ রিফাইন তেল, ১/২ চামচ বেকিং সোডা, ১/২ চামচ কালো মরিচ গুঁড়ো, ১/২ চামচ জিরে গুঁড়ো, সাদা তেল ১ চামচ এবং স্বাদ অনুযায়ী নুন।

অন্যদিকে প্যানকেকের সঙ্গে চাটনির উপকরণের জন্য তালিকায় রাখতে হবে ১ চামচ কুমড়ো বীজ, ১ চামচ (সাদা) তিলের বীজ, এক মুঠো পুদিনা, ২ চামচ দই, ২ টো কাঁচা লঙ্কা, ২ টো রসুন।

কীভাবে বানাবেন: ময়দা, ওটস, ছাতু, লবণ, হলুদ, বেকিং পাউডার, জিরে গুঁড়ো এবং গোলমরিচ গুঁড়ো সহ সমস্ত গুঁড়ো উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে কেটে নিতে হবে বাঁধাকপি, পেঁয়াজ শাক, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা, গাজর এবং আদা। এর পরে ময়দা মিশ্রণে এই সমস্ত উপাদান দিয়ে তার মধ্যে দুধ এবং ডিম যুক্ত করে তা ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে মিশ্রনে যুক্ত করা যেতে পারে কয়েক চামচ দুধ। কমপক্ষে ১০ মিনিট মিশ্রনটি রেখে দেওয়ার পর একটি নন-স্টিক প্যানে সামান্য তেল দিয়ে তা আলতো করে ছেড়ে দিতে হবে গরম তেলের ওপরে। সোনালি বাদামি রঙ এলে উল্টোদিকটি ভেজে নিন। চাটনি তৈরির জন্য সব উপকরণ পিষে নেওয়ার পর তাতে দই যুক্ত করতে হবে এবং ভালভাবে তা মেশাতে হবে।

উপকার: ভেজিটেবিল প্যানকেকে প্রোটিন, সমস্ত ধরণের খনিজ, ভিটামিন এবং জটিল শর্করা সহ সমস্ত পুষ্টি রয়েছে। এছাড়া ডিম, ছোলা ময়দা, দই এবং দুধের প্রচুর প্রোটিন রয়েছে যা কোভিড রোগীদের ক্ষেত্রে উপকারী। কাঁচা লঙ্কা , হলুদ, জিরে, তিলের বীজ এবং রসুনের মতো মশলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। করোনা থেকে বাঁচতে মুঠোমুঠো ভিটামিন-সি খাচ্ছেন! সাবধান, নাহলে বিপদ বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন।

থেকে নয় সমস্ত রকম ভাইরাস থেকে বাঁচতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করা দরকার। এর জন্য স্বাস্থ্যকর ডায়েট, যোগব্যায়াম এবং এক্সারসাইজ-এর পাশাপাশি সীমিত পরিমাণে ভিটামিন সি -ও নেওয়া যেতে পারে। তবে আজকাল করোনা থেকে বাঁচতে বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন। কিছু লোক কেবল সাইট্রাস জাতীয় ফলের মাধ্যমে দেহে ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণ করে। আবার কিছু লোক ফলের পাশাপাশি ভিটামিন-সি ট্যাবলেটও নিচ্ছেন। তবে আপনি কি জানেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি খাওয়া আপনার শরীরের অনেক সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অতিরিক্ত ভিটামিন সি খেলে শরীরে কি ক্ষতি হতে পারে।

বুক জ্বালা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট খেলে বুক জ্বালা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে।

তলপেটে ব্যথা: ভিটামিন সি ট্যাবলেট বেশি খেলে তলপেটে ব্যথা হতে পারে। ক্র্যাম্প ধরতে পারে। তাই বাজারে বিক্রি হওয়া ভিটামিন সি ট্যাবলেট চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই খাওয়া উচিত।

অনিদ্রা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট নিদ্রাহীনতার কারণ হতে পারে। রাতে ঘুম আসতে চায় না। শরীরে অস্বস্তি বোধ হতে পারে। কিডনি সমস্যা: অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন সি সেবন করলে কিডনিতে খারাপ প্রভাব ফেলে। স্টোন তৈরি হয় ক্যালসিয়াম অক্সালেটস। ভিটামিন সি-তে কিন্তু অক্সালেটস রয়েছে। তা থেকে কিডনি স্টোন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাথা ব্যাথা: ভিটামিন-সি ট্যাবলেট অতিরিক্ত গ্রহণের কারণে মাথা ব্যথাও হতে পারে। এর পাশাপাশি ঘুমের অভাবজনিত সমস্যাও হতে পারে।

ডায়রিয়া: দিনে ২০০০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি পাকস্থলীর বাড়িয়ে তুলতে পারে নানা সমস্যা। এমনকী ডায়েরিয়াও পর্যন্ত হতে পারে।

কতটা খাওয়া উচিত? চিকিৎসকরা বলছেন, বেশ কয়েকটি স্টাডি বলছে, প্রতিদিন ৬৫ থেকে ৯০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি নেওয়া ঠিকনয়। একদিনে ২ হাজার গ্রামের বেশি ভিটামিন সি মারাত্মক ক্ষতিকারক। যার নির্যাস, একদিনে ২টি লেবু নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

শরীর ভালো রাখতে উপযোগী ব্রাউন রাইস, দেখে নিন গুণাগুণ

ভাত বাঙালির কাছে একটা আবেগের মতো। সেই দীর্ঘকাল ধরে দুপুরের বা রাতের খাওয়ার মেনুতে জায়গা করে নিয়েছে ভাত। কিন্তু বর্তমানে যারা হাই ডায়াবেটিসে ভোগেন বা হঠাৎ করেই বাড়িয়ে ফেলেছেন ওজন তাঁদের জন্য সাদা ভাত লাভের থেকে বেশি ক্ষতি করে। কারণ ভাতে থাকে কার্বোহাইড্রেট যা ওজন বৃদ্ধি করতে পারে বা, শরীরের ব্লাড সুগারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তাই এখন অনেক চিকিৎসক ও ডায়েটিশিয়ানের মতে ভাত যত দূর সম্ভব কম খাওয়া বা না খেলেই ভালো।

কিন্তু ভাত বর্জন করা যে অত সহজ নয়। তাই ভাতের বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে ব্রাউন রাইস বা ঢেঁকি ছাঁটা চাল। ব্রাউন রাইস আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। শরীরের পুষ্টিগত চাহিদা বজায় রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ব্রাউন রাইসের জুড়ি মেলা ভার। আসুন জেনে নেওয়া যাক ব্রাউন রাইস কীভাবে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে।

১. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে ব্রাউন রাইস। সাদা ভাতের পরিবর্তে ব্রাউন রাইস খেলে খাবার পর ব্লাড সুগার লেভেল তুলনামুলক ভাবে ধীরে বাড়ে। এছাড়াও ব্রাউন রাইসের মধ্যে থাকে ফাইবার, পলিফেনল। যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

২. পুষ্টিগুণ সম্বৃদ্ধ: ব্রাউন রাইস পুষ্টিগুণ সম্বৃদ্ধ। এতে ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম, আইরন ইত্যাদি খনিজ পদার্থ থাকে। এছাড়াও ব্রাউন রাইস থাকে প্রোটিন। এই সমস্ত খনিজ পদার্থ ও প্রোটিন শরীরের জন্য কতটা উপকারী সেটা তো আমরা সকলেই জানি। এছাড়াও ব্রাউন রাইস থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি শরীরের যাবতীয় টক্সিন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে।

৩. ওজন কমায়: ওজন কমাতে ব্রাউন রাইসের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য ডায়েটে আছেন কিন্তু তার পাশাপাশি ভাতের স্বাদ ও নিতে চান তাদের জন্য আশার আলো ব্রাউন রাইস। ব্রাউন রাইস শরীরে জমে থাকা ফ্যাট গলিয়ে শরীরকে নির্মেদ করতে সাহায্য করে।

৪. হার্টকে ভালো রাখে: ব্রাউন রাইস হার্টের জন্য উপকারী। এতে ভালো কোলেস্টেরল বেশি থাকে যা হার্টকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া ব্রাউন রাইস হার্টের আর্টারির দেওয়ালে জমে থাকা বজ্য পদার্থ দূর করে। যার ফলে রক্ত সঞ্চালনের উন্নতি হয়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতেও ব্রাউন রাইস উপকারী।

কোন সময়ে শরীরচর্চা করেন আপনিসঠিক সময়টা জেনে নিন

আপনি না জানলেও আসলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে শরীরচর্চা করার জন্যে একটি সঠিক সময় রয়েছে

শরীরচর্চা করতে ভালোবাসেন? ভালো কথা কিন্তু কোন সময় শরীর চর্চা করেন আপনি?

এই উত্তর লুকিয়ে আছে আপনার সুস্থ থাকার রহস্য। কারণ আপনি না জানলেও আসলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে শরীরচর্চা করার জন্যে একটি সঠিক সময় রয়েছে। সেই সময় তা করতে পারলে সবথেকে কার্যকরী ফলটা আপনি পেতে পারেন। কারণ সেই সময়টায় নাকি সবথেকে বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয়। এই নিয়ে একটি বিশেষ গবেষণা সামনে এসেছে যেখানে বিশেষজ্ঞরা সঠিকভাবে শরীরচর্চা করার সঠিক সময় এর উল্লেখ করেছেন। আপনি কোন সময়ে খাবেন এবং কোন সময় শরীরচর্চা করলে তার জন্যে সঠিক ফল পাবেন এই দুটোর সময় নিয়ে ব্যবধান লক্ষ্য করেই এ গবেষণাটি তৈরি করা হয়েছে।

আরো পোস্ট - শরীরচর্চাই নেশাহতে পারে খাবারে অনিয়ম এর মাধ্যমে আপনি আপনার রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারেন।

দেখা গেছে যে পুরুষরা ব্রেকফাস্ট করার আগে শরীর চর্চা করেন তাদের ক্যালরি বেশি পরিমাণে পোড়ে যারা ব্রেকফাস্ট করার পরে শরীর চর্চা করেন তাদের তুলনায়।

৬ সপ্তাহের জন্যে এই পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই বিশেষ পরীক্ষায় ৩০ জন পুরুষকে নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষাটি করার জন্য।

এদের মধ্যে একদল ছিলেন অতিরিক্ত ওজনের যাদেরকে ওবেসিটির শিকার বলে ধরা হয় এবং এরাই মূলত ব্রেকফাস্ট এর পরে শরীর চর্চা করতেন।

দেখা গেছে যে যারা সারারাত না খেয়ে রয়েছেন এবং তার পরে শরীর চর্চা করেছেন তাদের মধ্যে ক্যালরি বেশি পরিমাণে ক্ষয় হয়েছে।

তবে এটির ফলে তাদের ওজনে কোন তারতম্য ঘটেনি।

৬ সপ্তাহের ওই পরীক্ষায় দেখা গেছে যে একদল ব্যক্তি যারা ব্রেকফাস্ট করার আগে শরীর চর্চা করেন তাদের মধ্যে ইনসুলিন এর প্রভাব এবং যারা ব্রেকফাস্ট এর পরে শরীর চর্চা করেন তাদের মধ্যে ইনসুলিন এর প্রভাবে বিপুল তারতম্য ঘটে যায়।

প্রথম দলের ব্যক্তিদের মাংসপেশিগুলো যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে ইনসুলিন এর প্রভাবে। সুতরাং এবার ঘুম থেকে উঠেই লেগে পড়ুন শরীরচর্চায় ।

করোনা থেকে বাঁচতে মুঠোমুঠো ভিটামিন-সি খাচ্ছেন ! সাবধান, নাহলে

বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন। শুধুমাত্র করোনা থেকে নয় সমস্ত রকম ভাইরাস থেকে বাঁচতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালীকরা দরকার। এর জন্য স্বাস্থ্যকর ডায়েট, যোগব্যায়াম এবং এক্সারসাইজ-এর পাশাপাশি সীমিত পরিমাণে ভিটামিন সি -ও নেওয়া যেতে পারে। তবে আজকাল করোনা থেকে বাঁচতে বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন। কিছু লোক কেবল সাইট্রাস জাতীয় ফলের মাধ্যমে দেহে ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণ করে। আবার কিছু লোক ফলের পাশাপাশি ভিটামিন-সি ট্যাবলেটও নিচ্ছেন। তবে আপনি কি জানেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি খাওয়া আপনার শরীরের অনেক সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অতিরিক্ত ভিটামিন সি খেলে শরীরে কি ক্ষতি হতে পারে।

বুক জ্বালা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট খেলে বুক জ্বালা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে।

তলপেটে ব্যথা: ভিটামিন সি ট্যাবলেট বেশি খেলে তলপেটে ব্যথা হতে পারে। ক্র্যাম্প ধরতে পারে। তাই বাজারে বিক্রি হওয়া ভিটামিন সি ট্যাবলেট চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই খাওয়া উচিত।

অনিদ্রা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট নিদ্রাহীনতার কারণ হতে পারে। রাতে ঘুম আসতে চায় না। শরীরে অস্বস্তি বোধ হতে পারে।

কিডনি সমস্যা: অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন সি সেবন করলে কিডনিতে খারাপ প্রভাব ফেলে। স্টোন তৈরি হয় ক্যালসিয়াম অক্সালেটস। ভিটামিন সি-তে কিন্তু অক্সালেটস রয়েছে। তা থেকে কিডনি স্টোন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাথা ব্যাথা: ভিটামিন-সি ট্যাবলেট অতিরিক্ত গ্রহণের কারণে মাথা ব্যথাও হতে পারে। এর পাশাপাশি ঘুমের অভাবজনিত সমস্যাও হতে পারে।

ডায়রিয়া: দিনে ২০০০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি পাকস্থলীর বাড়িয়ে তুলতে পারে নানা সমস্যা। এমনকী ডায়েরিয়াও পর্যন্ত হতে পারে।

কতটা খাওয়া উচিত? চিকিৎসকরা বলছেন, বেশ কয়েকটি স্টাডি বলছে, প্রতিদিন ৬৫ থেকে ৯০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি নেওয়া ঠিক নয়। একদিনে ২ হাজার গ্রামের বেশি ভিটামিন সি মারাত্মক ক্ষতিকারক। যার নির্যাস, একদিনে ২টি লেবু নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

সিআইটিইউ'র প্রতিষ্ঠা দিবস আগরতলায় পালন করা হয়। রবিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

ফের কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত : দিল্লি নয়, নবান্নেই ইয়াস নিয়ে বৈঠকে থাকছেন আলাপন

কলকাতা, ৩০ মে (হি.স.) : নির্দেশ এলেও আগামীকাল সোমবার দিল্লিতে কর্মীবর্গ দফতরের দায়িত্বে যোগ দিচ্ছেন না মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং তাঁর পরিবর্তে তিনি নবান্নে যাবেন বলেই সূত্রের খবর। সোমবার নবান্নে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর তিনটের সেই বৈঠকে মুখ্যসচিব হিসেবে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ই উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। এমনকী নিজের দফতরের কর্মীদেরও আর পাঁচটা দিনের মতোই আসার কথা জানিয়েছেন আলাপন। রবিবার পর্যন্ত নবান্ন সূত্রের খবর, এখনও তাঁকে দিল্লি যাওয়ার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেয়নি রাজ্য সরকার। এমনকি, কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের পাঠানো নির্দেশ প্রত্যাহার করেননি বলেই খবর। প্রসঙ্গত, ৩১ মে তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিন।

শুক্রবার নরেন্দ্র মোদীর ইয়াস-বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের "অনুপস্থিতি"র পরই রাতেই মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠায় কেন্দ্র। পাশাপাশি তাঁকে আগামীকাল সোমবার দিল্লিতে কর্মীবর্গ দফতরে যোগ যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়। সেই রাতে আলাপনের জন্য এই কেন্দ্রীয়-নির্দেশ নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় গোটা দেশের রাজনীতিতে। আর শনিবার বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো রুদ্রমূর্তি ধারন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে করজোড়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান, "এই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিন"। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সেই আর্জির এখনও কোনও সদর্থক জবাব মেলেনি কেন্দ্রের তরফে। ফলে নির্দেশ অনুযায়ী, সোমবার আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি যাওয়ারই কথা। কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয়েছে ট্যুইস্ট।

জানা গিয়েছে, আগামীকাল দিল্লিতে কর্মীবর্গ দফতরের দায়িত্বে যোগ দিচ্ছেন না মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলি নির্দেশ নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে এখনও সম্মুখসমরে নামেননি মমতা। বরং নরেন্দ্র মোদী সরকারের কাছে প্রাথমিকভাবে ওই নির্দেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

যদিও মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, "আমাকে, মুখ্যসচিবকে এবং রাজ্য সরকারকে অপমান করা হচ্ছে। হার মেনে নিতে পারছেন না বলে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছেন। প্রাইম মিনিস্টার স্যার, আপনার দুটো পা ধরলে যদি আপনি খুশি হন, আমি বাংলার জন্য তা-ও করতে পারি। কিন্তু এই চিঠি আপনারা ফিরিয়ে নিন।" যদিও মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি মেনে কেন্দ্রীয় সরকার ওই বদলির নির্দেশ প্রত্যাহার করেনি এখনও। কিন্তু নির্দেশ প্রত্যাহার না হলেও বিষয়টি নিয়ে যে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত আরও চড়বে, তা সোমবার আলাপনের নবান্ন-যাত্রার সিদ্ধান্তেই স্পষ্ট।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে আলাপনের মেয়াদ তিন মাস বাড়িয়েছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রের কাছে সেই মর্মে আবেদন জানানো হয়েছিল। কেন্দ্র সেই আবেদন মেনে ২৪ মে সম্মতির চিঠিও পাঠিয়েছিল। কিন্তু কলাইকুন্ডায় প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পরই পাল্টে যায় গোটা পরিস্থিতি। শুক্রবার রাতেই কেন্দ্রের তরফে চিঠি পাঠিয়ে জানানো হয়, সোমবার সকাল ১০টার মধ্যেই আলাপনকে নর্থ ব্লকের কর্মিবৃন্দ মন্ত্রকে গিয়ে দেখা করতে হবে। কিন্তু নর্থ ব্লক নয়, আলাপন সোমবার নবান্নেই যাচ্ছেন বলে সূত্রের খবর।

করোনা চিকিৎসায় শিলিগুড়িতে চালু হতে চলেছে ২০ শয্যার ফিল্ড হাসপাতাল

শিলিগুড়ি, ৩০ মে (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় শিলিগুড়িতে শুরু হচ্ছে করোনা হাসপাতাল। সোমবার চালু হতে চলেছে ২০ শয্যার ফিল্ড হাসপাতাল। শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন একটি বহুতলে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং কলকাতার লিভার ফাউন্ডেশন, কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক ও ফোরাম ফর হিউম্যানিটি নামে সামাজিক সংগঠনের সহযোগিতায় গড়ে তোলা হয়েছে এই হাসপাতালটি। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে হাসপাতালটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কার্যকরী সভাপতি অভিজিৎ মজুমদার জানান, ফিল্ড হাসপাতালে পরামর্শদাতা চিকিৎসক হিসাবে নির্মল বেরা, অতনু রায়, অভিমন্যু বসু, প্রেম দোরজি ভুটিয়ারা। কোনও রোগীর অবস্থা গুরুতর হলে তাঁকে স্থানান্তরের জন্য নার্সিংহোমের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে। করোনা সংক্রামিতদের বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হবে। পরিষেবা দেওয়ার জন্য ৬ জন জুনিয়ার নার্স থাকবেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য পাঁচজন সিনিয়র নার্স থাকবেন। সিনিয়র নার্সের মধ্যে দুজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এবং বাকি তিনজন বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে আসবেন। তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে এসে সুপারভাইজ করে যাবেন। পাঁচজন রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার (আরএমও) থাকবেন। শহরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বিভিন্ন সময় ফিল্ড হাসপাতালে রাউন্ড দেবেন। এছাড়া ফ্লোরে পালা করে দুজন করে নার্স থাকবেন। যাঁদের একজন পুরুষ ও অন্যজন মহিলা ওয়ার্ডে থাকবেন। ফ্লোরে সবসময়ের জন্য একজন করে আরএমও থাকবেন।

এদিকে, করোনা সংক্রমণ কিছুটা কমলেও এখনও শহরে বেডের সংকট রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যাঁদের কিছুটা শ্বাসকষ্ট রয়েছে তাঁদের ফিল্ড হাসপাতালে রাখার বিষয়ে ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে রোগীদের শরীরের অক্সিজেনের মাত্রা ৮০-এর নীচে নেমে গেলে তাঁদের হাসপাতাল বা মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হবে।

ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে নীল-তৃণা

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে ছোট পর্দার জনপ্রিয় তাঁরকা দম্পতী নীল- তৃণা। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ নীল ভট্টাচার্য এবং তৃণা সাহা। জলবন্দী অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শুরু করলেন নতুন সংস্থা মাই স্কাই ফাউন্ডেশন। আপাতত, মেদিনীপুরসহ বেশ কিছু অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া দিয়েই শুরু হবে তাঁদের যাত্রা।

দুজনেই তৃণমূলের সদস্য হলেও তৃণা জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ একেবারেই আমাদের ব্যক্তিগত। আপাতত সাত জন বন্ধু মিলে এই উদ্যোগ তাঁরা শুরু করেছেন। তবে নীল-তৃণা বাদে বাকিরা কেউই ইন্ডাস্ট্রির অংশ নন। তাঁর কথায়, "যে ত্রাণ পাঠানোর কথা ভাবা হয়েছে তা হয়তো ওই সব মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। তাও নিজেদের সাধ্যমতো পাশে থাকার চেষ্টা করছি আমরা।" তবে শুধু চাল-ডান বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নয়, ঝড়ে গৃহহীন বহু মানুষের বাড়ি মেরামতের জন্যও অর্থ সাহায্যের কথা ভেবেছেন তারকা দম্পতি।

যে বা যারা তাঁদের এই কর্মকাণ্ডে সাহায্যের হাত বাড়াতে চান তাঁদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি গুগুলপে নম্বরও শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। লিখেছেন, "যতটা সম্ভব সাহায্যের চেষ্টা করছি। আপনাদের আশীর্বাদ এবং ভালবাসা ছাড়া এই উদ্যোগ একেবারেই সম্ভব নয়। আপনি এবং আপনার বন্ধুরা যতটুকু সম্ভব পাশে থাকুন।" সেলেব কাপলের এই কাজ প্রশংসা করেছেন নেটিজেনরা।

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে রাজ্যে তৃতীয় স্থানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বোলপুর, ৩০ মে (হি. স.) : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে নতুন পালক। 'দ্য সেন্টার ফর ওয়ার্ল ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং'-এ রাজ্যস্তরে তৃতীয় স্থানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। স্বভাবতই বিশ্বভারতীর এই গর্বের নজিরে বেশ খুশি বিশ্ববিদ্যালের উপাচার্য থেকে শরু করে ছাত্রছাত্রীরা। জানা গিয়েছে, 'দ্য সেন্টার ফর ওয়ার্ল ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং-এ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক আগের স্থানে রয়েছে যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বের দু'হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে পর্যালোচনা করে দ্য সেন্টার ফর ওয়ার্ল ইউনিভারসিটি র‍্যাঙ্কিং'। পঠনপাঠন-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখার পরেই সেরার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, চলতি বছরে এই সংস্থার র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত থেকে মোট ৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জায়গা পেয়েছে।

তালিকায় দেশের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে গুজরাতের আহমেদাবাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট। 'দ্য সেন্টার ফর ওয়ার্ল ইউনিভারসিটি র‍্যাঙ্কিং'-এর তালিকায় দেশের মধ্যে ১৮ নম্বর স্থানে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। একইভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ২০তম স্থানে। কলকাতা ও যাদবপুরের পরেই তালিকায় ২১তম স্থান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮-২০১৯ সালে এই র‍্যাঙ্কিংয়ে যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও বিশ্বভারতী ছিল না। 'দ্য সেন্টার ফর ওয়ার্ল ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং'-এ বিশ্বভারতীর সর্বভারতীয় স্তরে র‍্যাঙ্ক রয়েছে ২১। রিসার্চ পারফরম্যান্স র‍্যাঙ্কে বিশ্বভারতীর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা এগিয়ে থাকলেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে রয়েছে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী অনিল মুখোপাধ্যায় বলেন, "নোবেল চুরির পর থেকে একের পর এক ঘটনায় বিশ্বভারতী কালিমালিপ্ত হয়েছে। সেখানে বিশ্বস্তরে বিশ্বভারতী যে র‍্যাঙ্ক করছে তা গর্বের বিষয়।" এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর মুখপাত্র অনির্বাণ সরকার বলেন, "গত কয়েক বছরে বিশ্বভারতীর সার্বিকমান বেড়েছে। বিশ্বভারতীর পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। বিশ্বস্তরে বিশ্বভারতী তার জায়গা আবার ফিরে পাচ্ছে।"

করোনা সংক্রমিতদের চিকিতসায় এবার ইসলামিয়া হাসপাতাল, সূচনা করলেন ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ৩০ মে (হি.স.) : করোনা সংক্রমিত মানুষজনের চিকিতসায় পথ চলা শুরু করল ইসলামিয়া হাসপাতাল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে হাসপাতালের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তিন কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। কলকাতার একটি খ্যাতনামা নার্সিংহোমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় গড়ে তোলা হচ্ছে এই ইসলামিয়া হাসপাতাল। টেকনিক্যাল সাপোর্ট, স্পেশালাইজড ডাক্তারের সাপোর্ট সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম ব্যবস্থা কি গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিকতার মোড়কে। করোনা চিকিতসায় প্রথম পর্যায়ে মোট ১১০টি বেডের ব্যবস্থা থাকছে এখানে। যার মধ্যে এইচডি ইউ, ও আইসিইউ মিলিয়ে ১৫টি বেডের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। ৪৫টি জেনারেল বেডের ও ব্যবস্থা থাকছে এখানে। ৫০টি বেডে বাইপ্যাপ মেশিনের সাপোর্ট রাখা হচ্ছে এই হাসপাতালে। পনেরোটি ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থাও থাকছে।

করোনা চিকিতসার স্বার্থে ইসলামিয়া হাসপাতালের গোটা বিল্ডিংয়ের প্রতিটি বেডের জন্য সেন্ট্রালাইজড অক্সিজেন পাইপলাইনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রবিবার ইসলামিয়া হাসপাতালে শুভ সূচনা করে এমনটাই জানালেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার বর্তমান প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি তিনি জানান, এই হাসপাতলে করোণা সংক্রমণের চিকিতসা করার জন্য যাদের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড রয়েছে, তাদের চিকিতসার ব্যবস্থা থাকবে বিনামূল্যে।

যে সমস্ত গরিব মানুষ যাদের স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড এখনও নেই তাদেরকেও বিনামূল্যে চিকিতসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শহর কলকাতা জুড়ে কলকাতা পুরসভার যে সমস্ত সেফহোম গুলি চালু রয়েছে, সেখানে যদি কোনো করোনা সংক্রামিত ব্যক্তির ভেন্টিলেশন বা অন্য কোন এমার্জেন্সি সাপোর্টের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে তাদের দ্রুত এই ইসলামিয়া হসপিটাল স্থানান্তরিত করে দ্রুত আধুনিক চিকিতসার ব্যবস্থা করা হবে বলেও এদিন জানালেন ফিরহাদ।

"কেন্দ্র প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে", তোপ সৌগত রায়ের

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.) : দেশ থেকে রাজ্য সর্বত্রই করোনা হানা ক্রমাগত আতঙ্ক দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বেড়েই চলেছে বিজেপি তৃণমূল তরজা। তারই মাঝে মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নর্থ ব্লকে কাজে দিতে বলায় কেন্দ্রর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূল নেতা সৌগত রায়। "কেন্দ্র প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে" রবিবার কেন্দ্রকে কটাক্ষ সৌগত রায়ের। এই প্রসঙ্গে সৌগত রায় আরও বলেন, "মুখ্যসচিবের কাজ মুখ্যমন্ত্রীর কথায় চলা। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে বেরিয়েছেন। এখানে মুখ্যসচিবকে জড়ানো অন্যায্য হবে। এরাজ্যে বিজেপির যে সব ভুঁইফোড় নেতা রয়েছে। তাঁদের মুখ বন্ধ রাখা মুশকিল। যদিও এই বিষয় মুখ্যমন্ত্রী মোটেই ব্যাকফুটে যাননি। আলাপনের মত দক্ষ অফিসারকে যে ছাড়া যাবে না। বিজেপি সরকারের জন্যই দেশে করোনা বেড়েছে "।

ওদালগুড়ির ভারত-ভুটান সীমান্ত অঞ্চলে বুনোহাতির মরদেহ উদ্ধার

ওদালগুড়ি (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত বড়মপুর বিধানসভা এলাকার বামুনি পাহাড়ে গত ২২ মে ১৮টি বুনোহাতির করুণ মৃত্যুর রেশ কাটেনি, এরই মধ্যে এবার ওদালগুড়ি জেলার ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী জঙ্গলে আরেকটি বুনোহাতির মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ রবিবার সকালে জেলার ভেরগাঁও মহকুমার অন্তর্গত ডিমাকুচির বাদলাপাড়া চা বাগানের কাছে প্রত্যক্ষদর্শীরা উদ্ধার করেছেন প্রাপ্তবয়স্ক একটি দন্তহীন হাতির মৃতদেহ। হাতিটির মৃত্যুর কারণ এখনও অস্পষ্ট। স্থানীয়দের কেউ কেউ বলছেন, বয়সের দরুন তার মৃত্যু হয়েছে, আবার অন্য এক দলের সন্দেহ, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় ফলে হাতিটির মৃত্যু হতে পারে। ইতিমধ্যে পশু ডাক্তারের দল নিয়ে বন দফতরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। তাঁরা ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করে ময়না তদন্তের জন্য হাতিটির দেহের অংশ নিয়েছেন। বন আধিকারিকরা এখনই এই হাতির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছুই বলছেন না।

এদিকে প্রকৃতিপ্রেমীরা বলেছেন, এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি বুনো হাতির মৃত্যু হয়েছে। দিন দিন হাতি-মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকায় প্রকৃতিপ্রেমীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

রবিবারও ডিমা হাসাও জেলায় দুই করোনা-আক্রান্তের মৃত্যু

হাফলং (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা। রবিবারও ডিমা হাসাও জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে। আজ মৃত্যুবরণ করেছেন দুই রোগী। এনিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১-। আজ সকালে হাফলং সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু ঘটেছে হারঙ্গাজাওয়ের বাসিন্দা গণেশ পাল (৪৩) নামের এক ব্যক্তির। তাছাড়া গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু ঘটেছে হাফলং শহরের বাসিন্দা থিয়ানলাললোয়াম ভাইপে নামের এক ব্যক্তির। এদিকে পাহাড়ে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। বিশেষ করে জেলার গ্রামঞ্চলে গণ-সংক্রমণের রূপ ধারণ করেছে। এছাড়া উদ্বেগজনক ভাবে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরাও। শনিবার ডিমা হাসাও জেলায় ১৩টি শিশু করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। ডিমা হাসাওয়ে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১,৩৭৭ জন। এর মধ্যে শনিবার আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৮৪ জন। পাহাড়ে ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪৬০ জন রোগী। জেলায় বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৮৩ জন। এদের মধ্যে ৬২ জনের চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে এবং ৮০৪ জন রোগীকে রাখা হয়েছে হোম আইসোলেশনে। ৯ জন রোগীকে চিকিৎসার জন্য হাফলং সরকারি হাসপাতাল থেকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের।

গুয়াহাটিতে গ্রেফতার রেপিডো চালকের বেশে জঙ্গি সংগঠন এনএলএফবি-র শীর্ষ নেতা

গুয়াহাটি, ৩০ মে (হি.স.) : এবার রেপিডো চালকের বেশে গুয়াহাটিতে বিচরণ করছে নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রপন্থী সংগঠন 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড' (এনএলএফবি)-এর শীর্ষ নেতা। গোপন সূত্রে এ ধরনের ভয়ংকর তথ্য পেয়ে তালাশি অভিযানে নেমে গুয়াহাটি মহানগরের নুনমাটি এলাকার ২ নম্বর শালবাড়ি থেকে পুলিশ রেপিডো চালকের বেশে জঙ্গি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত এনএলএফবি ক্যাডারকে বাকসা জেলার অন্তর্গত গোরেশ্বর এলাকার দীপক চৌধুরী ওরফে ডেলং বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, নির্ভরযোগ্য গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গুয়াহাটি মহানগর পুলিশের ক্রাইমব্রাঞ্চ এবং নুনমাটি থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য লাভ করেছে। পুলিশের জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানান, বাকসা জেলার গোরেশ্বরের বাসিন্দা দীপক চৌধুরী প্রায় তিনিমাস আগে গুয়াহাটি এসেছে। এখানে এসে নুনমাটির ২ নম্বর শালবাড়ির বাসিন্দা জনৈক বিশ্বজিৎ রায় নামে তাঁর সম্পর্কিত এক ভগ্নিপতির ঘরে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিল। ভগ্নিপতির ঘরে আশ্রয় নিয়ে সে রেপিডো বাইক চালকের বেশে যথারীতি এনএলএফবি-র সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। ধৃত এনএলএফবি-র সাধারণ সম্পাদক দীপক চৌধুরীর হেফাজত থেকে পুলিশের অভিযানকারী দলটি ৯ এমএম পিস্তলের বেশ কয়েক রাউন্ড সক্রিয় কার্তুজ, এএস ০১ ইকে ১৫৩১ নম্বরের কালো রঙে একটি পালসার এবং অপত্তিজনক কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে।

'সেবা-ই সংগঠন' সংকল্পের অঙ্গ হিসেবে বিজেপি ও যুবমোর্চার নানা কার্যক্রম করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : সংকটের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই হল প্রকৃত মানবধর্ম। 'সেবা-ই সংগঠন', এই সংকল্প নিয়ে ভারতীয় জনতা যুবমোর্চা করোনাকালে নানাভাবে সাধারণ জনগণের সেবা করে চলছে। করিমগঞ্জ জেলা যুবমোর্চার সভাপতি অমিত পালের নেতৃত্বে সমগ্র জেলায় মোর্চার সদস্যরা জনগণের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। পরিস্থিতির শিকার অসহায়দের খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া, শহর সহ বিভিন্ন এলাকায় ভবঘুরেদের মুখে আহার তুলে দেওয়া, করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ জনগণের মধ্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা, করোনার প্রকোপ সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই অতিমারি-কালে 'সেবা-ই সংগঠন' শীর্ষক সংকল্পের মাধ্যমে যুবমোর্চা নিরলসভাবে কাজ করে চলছে ।রবিবার বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের সাত বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যুব মোর্চা বিভিন্ন কার্যসূচি পালন করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার জেলার এগারোটি মণ্ডলের যুবমোর্চার সদস্যরা নিজ নিজ এলাকার বিভিন্ন এলাকা স্যানিটাইজ করেন। যুবমোর্চার জেলা সভাপতি অমিত পালের নেতৃত্বে শহরের বিভিন্নে এলাকা স্যানিটাইজেশনে করা হয়। দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল যুবমোর্চার সভাপতি জ্যোতিষ্ক পোদ্দারের নেতৃত্বে মোর্চার সদস্যরা পীরেরচক জিপির বিভিন্ন এলাকা স্যানিটাইজ করেছেন। 'সেবা-ই সংগঠন' সংকল্পের অঙ্গ হিসেবে এদিন করোনার প্রথমসারির যোদ্ধা হিসাবে নিলামবাজার থানার ওসি কমলেশ সিংহ সহ অন্য পুলিশকর্মী এবং স্থানীয় সংবাদকর্মীদের সংবর্ধিত করেছে যুবমোর্চা। জেলা যুবমোর্চার সভাপতি অমিত পাল এ সম্পর্কে বলেন, গতবছর করোনাকালে লকডাউনের সময় শহর সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় পরিস্থিতির শিকার অসহায় লোকেদের খাবারের ব্যবস্থা সহ মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছিল। এবারও আংশিক লকডাউনের জন্য শহর সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থানকারী ভবঘুরে মানুষ সহ সাধারণ জনগণকে নানাভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই 'সেবা-ই সংগঠন', এই সংকল্পের অঙ্গ হিসেবে যুবমোর্চা যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলছে। এই অতিমারির সময় যুবমোর্চা জনতার সেবায় সর্বদা নিয়োজিত। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলার প্রতিটি অঞ্চলে যুবমোর্চা জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নিয়েছে, জানান জেলা যুবমোর্চার সভাপতি অমিত পাল। এদিকে রবিবার জেলা বিজেপির পক্ষ থেকেও শহরের ভবঘুরে সহ পরিস্থিতির শিকার প্রায় শতাধিক লোকেদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী দলের বিভিন্ন কার্যকর্তাদের বাড়িতেই খাবার তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে প্যাকেট করে সেগুলো অসহায় লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য জানান, বিজেপি দল সেবা-ই সংগঠন, এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই সেবামূলক মনোভাব নিয়েই অসহায়দের মুখে আহার তুলে দেওয়ার সামান্য প্রয়াস করেছে জেলা বিজেপি। শহরের ভবঘুরে ও পরিস্থিতির শিকার অসহায় মানুষ যাতে এই সংকটকলে অভুক্ত না থাকেন, জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এই চেষ্টা চালানো হচ্ছে, জানান জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

বাঘরবড়ির মা কামাখ্যা বৃদ্ধাশ্রমে মুখ্যমন্ত্রী, প্রৌঢ় আবাসিকদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন

গুয়াহাটি, ৩০ মে (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সাত বছর পূর্ণ উপলক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ রবিবার গুাহাটিতে বেশ কয়েকটি 'সেবা-হি সংগঠন' শীর্ষক কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এই কার্যসূচির অংশ হিসেবে ড় শর্মা গুয়াহাটির বাঘরবড়িতে অবস্থিত মা কামাখ্যা বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শন করেছেন। বৃদ্ধাশ্রমের প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া আবাসিক তথা 'দাদু ও দিদা'দের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়ে তাঁদের হাতে ফলমূল ইত্যাদির ঝাঁপি তুলে দিয়েছেন তিনি ।এই কার্যক্রমের পর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর ট্যুইটার হ্যান্ডলে এই খবর দিয়ে বলেছেন, "সেবা-হি সংগঠন' শীর্ষক কার্যসূচির অংশ হিসেবে এই বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের সঙ্গে বার্তালাপ করেছি। তাঁদের হাতে ফল, অন্য খাদ্য সামগ্রী, মাস্ক এবং সেনিটাইজারও প্রদান করেছি। এই কঠিন সময়ে বৃদ্ধাশ্রমটি যাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, সেজন্য সব ধরনের সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছি।'

আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মারক বক্তৃতায় শঙ্কর দেবের অবদান নিয়ে আলোচনা

কলকাতা, ৩০ মে (হি.স.) : অসমিয়া ধর্মপ্রাণ কবি শ্রীমত শঙ্কর দেবের ব্যক্তিত্ব ও রচনায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক আলোকিত। তাঁর বহুবিধ কৃতিত্বে নিহিত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের মূল ভাবনার সঙ্গে অসমের সংস্কৃতিকে জুড়ে রেখেছে। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির সংহত সাধনার এক মহান প্রতিনিধি। এমনটাই মনে করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ হৃষীকেশ রায়। রবিবার বড়বাজা কুমারসভা পুস্তকালয়ের তত্বাবধানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মারক বক্তৃতার ১৬তম আলোচনা সভায় তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। এই বক্তৃতার প্রতিপাদ্য ছিল "অসমিয়া ভক্তকবি শঙ্করদেব এবং আজকের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি"।সেখানে তিনি বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীমত শঙ্করদেব সমাজ সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপান্তরিত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। শঙ্করদেব, যিনি নিজের ধর্মের সঙ্গে অসমের সাংস্কৃতিক চেতনা সমৃদ্ধ করেছেন এবং অসমের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে ভারতীয় সংস্কৃতি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি লেখক ও সমাজসেবী লক্ষ্মী নারায়ণ ভালা বলেন যে, শঙ্করদেবের বহির্মুখী জীবন এবং অবিস্মরণীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অবদান জাতির জীবনে পরিবর্তন সাধনে আমাদের সহায় হয়ে উঠতে পারে।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন সাহিত্যের সমালোচক অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, কুমার সভার সভাপতি ডঃ প্রেম শঙ্কর ত্রিপাঠি, মন্ত্রী মহাবীর বাজাজ, সাহিত্যমন্ত্রী বংশীধর শর্মা, স্নেহলতা বৌদ, অধ্যাপক ডাঃ কামাল কুমার প্রমুখ।

অহংকার ত্যাগই রামত্ব, তিন দিবসীয় ‘অহম রামঃঅস্মি’-মেঁ রাম হুঁ’ শীর্ষক অসমী প্রবোধন মালার অনুষ্ঠানে বলেছেন ড. কৃষ্ণগোপাল

কলকাতা, ৩০ মে (হি.স.) : অহংকার ত্যাগই রামত্ব। রাম ঐশ্বরিক শক্তির সাথে আবির্ভাব হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়ের খ্যাতি নিজে নেওয়ার বদলে সহযোগীদের কৃতিত্ব দিয়েছেন। অসফল হওয়ার দায় নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া তথা জয়ের অংশীদার সহযোগীকে দেওয়াই রামত্ব। কলকাতায় ৩৪-তম সামাজিক যৌথ তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ”অহম রামঃ অস্মি’ - মেঁ রাম হুঁ” প্রবোধনমালার তিন দিবসীয় প্রবচন শৃঙ্খলার সমাপ্তি সমারোহে বক্তব্য পেশ করেতে গিয়ে এ-কথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ-সরকার্যবাহ তথা প্রখর চিন্তাবিদ ড় কৃষ্ণগোপাল।

কৃষ্ণগোপাল বলেন, রামত্ব সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের রামের জীবন, আচরণ, ব্যবহার এবং পরিবার দেখতে হবে। নিজের অহংকারকে নিয়ন্ত্রণ রেখে অন্যের মন বুঝতে হবে, আমি - এই মনোভাব দূর করাই হল রামত্ব।

ড় কৃষ্ণগোপালের কথায়, সামান্য জীবনে অস্বাভাবিক জীবনের প্রকাশকেই রামত্ব বলা হয়ে থাকে। কোথাও অত্যাচার হচ্ছে দেখে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার নাম রামত্ব। নিজে সক্ষম, তবুও অন্যের চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দেওয়াকেই বলে রামত্ব। ভুল ক্ষমা করে তাকে নিজের করে নেওয়াই হল রামত্ব। রাম তাঁর আচরণে জনগণের দিকনির্দেশ করেছেন। রাম কোনও গ্রন্থ লেখেননি। কোনও উপদেশ দেননি। রাম এবং রামকথার প্রতিটি চরিত্র তাঁদের নিজস্ব আচরণ দ্বারা রামত্বের সঠিক সংজ্ঞা স্থাপন করেছে।

তিনি বলেন, ভগবান রামের চরিত্রটি এমন একটি আদর্শ যা আমরা প্রতিটি সময়েই ব্যবহারিক বলে মনে করি। সঙ্কটের সময় ধৈর্য ত্যাগ না করে, রাম তাঁর আচরণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। রামের চরিত্র অনুযায়ী জীবনযাপন একটি বড় সুক্ষ্ম প্রশ্ন। রামের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আমাদের জীবন আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে এবং তা অনুসরণ করতে শিখিয়েছে। রামের সরলতা, স্বাভাবিকতা, ধৈর্য, শুভকামনা জীবনকে হতাশার বাইরে আসতে অনুপ্রাণিত করে। গুরুতর দুর্যোগেও তিনি আমাদের অধৈর্য হতে দেন না।

ড় কৃষ্ণগোপালের কথায়, যিনি নিখুঁত, কখনও বিচলিত হন না তিনিই হলেন রাম। রামের জীবনদক্ষতা হল নিজের দেশ ও সমাজকে যুদ্ধে ঠেলে না দিয়ে জয়লাভ করা। রামের জীবন শিক্ষা দেয়, আমাদের উদার মন নিয়ে কথা বলা উচিত। রাম একজন মহান মানুষ, কারণ তিনি ক্ষুদ্রতমকেও মহানতা দান করেন। রামত্ব যদি আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকে তবে আমরা ক্ষমা করতেও শিখে যাব। রামের রামত্ব শূন্যের উপর ব্রহ্মাণ্ডকে দাঁড় করাতে সক্ষম। পুরুষার্থী রাম হতাশায় আশার সঞ্চার করেন। রামকে দেখার জন্য তাঁর আচরণ অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়, রাজস্থান পরিষদ, বনবন্ধু পরিষদ, ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার সমিতি, কলকাতা পিঞ্জরাপল সোসাইটি, রাম শরদ কোঠারি স্মৃতি সংঘ-এর সাথে কলকাতার ৩৪টি বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই তিনদিবসীয় অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেছেন স্নেহলতা বৈদ। এছাড়া আয়োজকদের মধ্যে শংকরলাল আগরওয়ালা, জিতেন্দ্র চৌধুরী, ডা. প্রেমশংকর ত্রিপাঠি, মহাবীর বাজাজ, রাজেশ আগরওয়ালা, অরুণপ্রকাশ মল্লাবত, রমেশ সরাবগী এবং অন্য কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বন্ধু মানে সুদীপ এর নানা জায়গায় কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ মে।। রাজ্যের সব জেলা যখন ভয়াবহ করোনায় আক্রান্ত এবং করোনা ভাইরাসে ইতিমধ্যেই অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন ,মারাত্মক ভাইরাস যখন তার শক্তি দেখাতে শুরু করেছে ঠিক তখনই উদয়পুরের সংবাদ মহলের সাংবাদিকরা করোণা ভাইরাসের বিভিন্ন সংবাদ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে দর্শকদের কাছে তুলে ধরার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাদের প্রতিমুহূর্তে বাড়ির বাইরে যেতে হয় এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন, সাংবাদিকদের পরিবারের কথা মাথায় রেখে রবিবার সকালে ”বন্ধুর নাম সুদীপ ” এই সংস্থার কর্মীরা উদয়পুরের পৌর এলাকায় বসবাসকারী সাংবাদিকদের বাড়িঘরে সেনিটাইজ করে জীবাণুমুক্ত করার চেষ্টা করে। পাশাপাশি উদয়পুর প্রেসক্লাব কে এদিন সেনিটাইজ করে ”বন্ধুর নাম সুদীপ” গ্রুপের সদস্যরা। সাংবাদিকদের বাড়িঘর ”বন্ধুর নাম সুদীপ” গ্রুপের সদস্যরা সেনিটাইজ করে দেওয়ার ফলে খুবই খুশি পুর পরিষদে বসবাসরত সাংবাদিকদের পরিবার-পরিজনেরা। আগামী দিনেও এই ধরনের কর্মসূচি জারি থাকবে বলে জানান ”বন্ধুর নাম সুদীপ” গ্রুপের সদস্যরা। গতকাল রাধাকিশোরপুর থানা, রাধাকিশোরপুর ট্রাফিক ভবন, গত পরশু রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় সেনিটাইজেশানের পর আজকের এই ধরনের উদ্যোগকে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সুনাগরিকরা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

চড়িলাম সংযোজন ঃ করোনা মহামারীতে গরীব ও দুস্থদের পাশে দাঁড়ালো বন্ধুর নাম সুদীপ নামক একটি সামাজিক সংগঠন। করোনা কারফিউতে যেসব গরিব মানুষ গৃহবন্দি অর্থাৎ খেটে খাওয়ার কোন উপায় নেই তাদের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দিলেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। যার মধ্যে রয়েছে ১০ কেজি চাউল,আলু, ডাল,, পিঁয়াজ, তেল সেনিটাইজার সহ নানাহ সামগ্রী পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট। উপস্থিত ছিলেন জয়দ্বীপ বর্মন,বিভাস সাহা,এবং বিশাল সাহা সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

শান্তিরবাজার সংযোজন ঃ বন্ধুর নাম সুদীপ। ভয়নেই পাশে আছি। শান্তির বাজার বিধানসভার অন্তর্গত করোনা রোগী ও গরীব লোকজনদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করলো সুদীপ রায় বর্মনের অনুগামীরা। করোনা ভাইরাসের মহামারির দ্বীতিয় পর্যায়ে করোনা আক্রান্ত লোকজনদের পাশে দারানোর অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছে ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার সুদীপ রায় বর্মনের অনুগামীরা। এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে আজ শান্তির বাজার মহকুমার সুভাষ কলোনী এলাকায় যে সকল লোকজন করোনা আক্রান্ত হয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করলো সুদীপ সেনারা। তারপাশাপাশি এলাকার দুস্ত লোকজনদেরও সাহায্যের হাত বাড়ীয়ে দিলো সুদীপ রায় বর্মনের অনুগামীরা। আজকের দিনে সুদীপ রায় বর্মনের অনুগামীদের কাছে পেয়ে খোবই খুশি করোনা আক্রান্ত রুগি ও রুগির আত্মীয় পরিজনরা। সুদীপ রায় বর্মনের অনুগামীদের এইধরনের উদ্দোগকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদকের বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুণ দেবের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে দুস্কৃতিরা। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ ডুকলী এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরে পুলিশ সেখানে পৌঁছলে দুস্কৃতিরা পালিয়ে যায়। সেই সাথে ডিওয়াইএফআই’র আরও কয়েকজন কর্মী সমর্থকের বাড়িতে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল দুস্কৃতিরা। ডিওয়াইএফআই এর তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে এই ধরনের ঘটনার সাথে বিজেপির দুস্কৃতিরা জড়িত। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়েছে সংগঠন।

৭ জুনের মধ্যে অসমের করোনা পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ৩০ মে (হি.স.) : আগামী ৭ জুনের মধ্যে অসমের করোনা পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা (ডিআরডিও) কর্তৃক সরুসজাই ক্রীড়া প্রকল্পে ৩০০ এবং গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২০০টি নিয়ে নির্মীয়মাণ মোট ৫০০টি অতিরিক্ত ৫০০টি আইসিইউ পরিদর্শন করে এই আশার বাণী শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ রবিবার সকালে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ) পরিদর্শন করে কোভিড চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এদিন হাসপাতাল চত্বরে সাংবাদিকদের সাথে বার্তালাপ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিন গুয়াহাটির সরুসজাই ক্রীড়া প্রকল্পে ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা কর্তৃক নির্মীয়মাণ ৩০০ শয্যার হাসপাতাল এবং জিএমসিএইচ-এ ২০০টি আইসিইউ ইউনিট সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যক্ষ এবং সিনিয়র চিকিৎসকের সাথে আলোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুয়াহাটি মহানগরে অতিরিক্ত এই ৫০০টি আইসিইউ ইউনিট গড়ে উঠলে কোভিড সংক্রমণজনিত চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। এই ব্যবস্থায় আরও অধিক চিকিৎসক নিয়োজিত করার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে, যাতে রোগীদের আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে।

এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী জুন মাসে অসম পাবে সাত লক্ষ কোভিড ভ্যাকসিনের ডোজ। তিনি বলেন, এই ডোজ পাওয়ার পর ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সি লোকজনকে ভ্যাকসিনেশনের প্রক্রিয়া আরও অধিক দ্রুতগতিতে চলবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে রাজ্যের এক বৃহৎসংখ্যক মানুষকে প্রতিষেধক প্রদান করা সম্ভব হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর আশা, আগামী ৭ জুনের মধ্যে রাজ্যে কোভিড সংক্রমণ এবং এই সংক্রমণের ফলে রোগীর মৃত্যু সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাবে। এই অতিমারি নিয়ন্ত্রণ করতে রাজ্য সরকারের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

তিনি বলেন, ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা কর্তৃক আবিষ্কৃত ২-ডিজি অ্যান্টি-কোভিড ওযুধ গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১৩ জন রোগীকে প্রদান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিডে আক্রান্ত রোগীরা যাতে হাসপাতাল থেকে শীঘ্র রোগমুক্ত হয়ে যেতে পারেন তার জন্য অন্য কিছু সংখ্যক অতি উচ্চমানের ওযুধ ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, টিকাকরণ কর্মসূচিকে এক জন-আন্দোলনে রূপান্তর করতে যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, রাজ্যের মানুষ তার প্রতি সাড়া দিয়ে মুক্তহস্তে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান-দক্ষিণা প্রদান করছেন। এজন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী কোভিডে আক্রান্ত হয়ে জিএমসিএইচ-এ চিকিৎসাধীন রাজ্যসভার সাংসদ তথা অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা এবং বিধায়ক প্রদীপ হাজরিকার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গ দিয়েছেন জিএমসিএস-এর অধ্যক্ষ ও চিফ সুপার ডা. অচ্যুৎ বৈশ্য, জিএমসিএইচ-এর সুপার ডা. অভিজিৎ শর্মা সমেত বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ চিকিৎসক।

জোলাইবাড়িতে বিজেপি যুব মোর্চার সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ মে।। যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী বাজারের লোকজনদের মধ্যে মাক্স, সেনিটাইজার বিতরণ করাহয়। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের সপ্তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যে বিজেপি সমর্থীত কর্মীরা নানান কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে রবিবার ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী বাজারে আগত ক্রেতা বিক্রেতাদর মধ্যে মাক্স সেনিটাইজার বিতরন করাহয়। তারপাশাপাশি জোলাইবাড়ী বাজারের বিভিন্ন জায়গায়, জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানা ও বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে সেনিটাইজ করলো যুব মোর্চার সদস্যরা। যুবমোর্চার উদ্দ্যোগে কলসীরমুখ এডিসি ভিলেজে করোনা আক্রান্ত লোকজনদের মধ্যে ডাক্তারের নির্দেশিকা অনুযায়ী লেখা ঔষধ বিনামূল্যে বিতরন করাহয়।

ইচাবাজার এলাকায় সেনিটাইজেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে যুব মোর্চা বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগরতলা পুর নিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের ডুকলী বাজার এবং ইচা বাজার এলাকায় স্যানিটাইজ করা হয় এবং দুস্থদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়। যুব মোর্চার কর্মকর্তারা জানান বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ যাতে সুস্থ থাকতে পারেন সেজন্য এলাকার পরিবেশ স্বচ্ছ রাখার লক্ষ্যে এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এলাকার সমস্ত মন্দির রেশন শপ বাজার ও জনবহুল এলাকা গুলিতে স্যানিটাইজ করা হয়। জনবহুল এলাকাগুলিতে জীবাণুমুক্ত করার লক্ষ্যে যুব মোর্চার কর্মীরা এ ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনেও অব্যাহত রাখবে বলে জানানো হয়। যুব মোর্চার এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এলাকার মানুষজন।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধের দাবী জানাল যুব-আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের পর এডিসির সদর কার্যালয় খুমুলুঙ সংলগ্নএলাকায় বেশ কিছু বাড়িঘর নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল। তাতে বেশ কয়েকটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুব আইপিএফটির উদ্যোগে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার একটি বাড়ি নতুন করে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তাতে সংশ্লিষ্ট পরিবারটি মাথাগোঁজার ঠাঁই ফিরে পেয়েছে। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুবকের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। যুব আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ বলেন এ ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এলাকার শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার প্রয়াস সমুচিন নয়। নির্বাচনের আগে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে নির্বাচনের পর তার রেশ ধরে কোন ধরনের সন্ত্রাস সঠিক পদক্ষেপ নয়। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার জন্য সকল অংশের জনগণের প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কোন ধরনের উশৃংখল আচরণে লিপ্ত না হয় ভূমিপুত্রদের দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সংগঠন দাবি জানিয়েছে। ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদে আশ্বিন কর্মকর্তাদের এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

লক্ষ্মীলুঙ্গা এলাকায় সেনিটাইজেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। সদর উত্তরের লক্ষীলুঙ্গা চা-বাগানে রবিবার স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণ দাসের উপস্থিতিতে এলাকার রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর সেনেটাইজ করা হয়। বিধায়ক কৃষ্ণ দাস জানান সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ ধরনের কাজে সামিল হয়েছেন তিনি। দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থকরা সেনিটাইজেশন এর কাজে লাগিয়েছেন। এলাকাকে করোনা মুক্ত রাখার লক্ষ্যে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। আগামী দিনগুলিতে ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন। বিধানসভায় এলাকার প্রতিটি পদ এলাকায় এ ধরনের কর্মসূচিতে শামিল হতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হলে নিজের এলাকাতে স্বচ্ছ রাখতে হবে। প্রত্যেককে মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। পাশাপাশি ভ্যাকসিন প্রদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেই উদ্যোগে প্রত্যেককে অংশীদার হতে হবে।

আড়ালিযায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। প্রতাপগড় বিধানসভা এলাকার আড়ালিয়া ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে রবিবার বিদ্যুৎ ভবনে দুস্থ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা এলাকার বিধায়ক রেবতী মোহন দাস সহ ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ১২০ জন দুস্থ নারী পুরুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণার ফলে অনেকেরই পরিবারের আর্থিক অনটন দেখা দিয়েছে। সে কারণেই দুস্থদের মধ্যে এ ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন আড়ালিয়া ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন এলাকার কোন মানুষ যাতে অনাহারে না থাকে সে জন্য প্রত্যেকটি নজর রাখতে হবে। সরকার গরিব মানুষের মানুষের জন্য রেশন বরাদ্দ করলেও তা যথেষ্ট নয়। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর হলো প্রকৃত মানুষের কাজ ও মানবতার দায়িত্ব পালন। এ ধরনের উদ্যোগের আড়ালিয়া ডঃ বি আর আম্বেদকর এর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অন্যান্যদের কেউ এগিয়ে আসার জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস আহ্বান জানিয়েছেন। দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ছাড়াও এন্টিজেন টেস্ট করার ব্যবস্থা করা হয়। বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস বলেন জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই এ ধরনের এন্টিজেন টেস্টের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এন্টিজেন টেস্ট নিয়ে কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব না দেখে সকলকে এন্টিজেন টেস্ট করাতে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।তিনি বলেন করোনা এমন এক ভয়ঙ্কর রোগ যা মুহূর্তেই পার্শবর্তী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। অনেকের শরীরে করুণার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না অথচ করুণা আক্রান্ত হচ্ছেন তারা। সে কারণেই বেশি করে এতে যেমন টেস্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিজের এলাকা এবং রাজ্যকে করোনা মুক্ত রাখার তাগিদে এ ধরনের উদ্যোগ খুবই সময়োপযোগী বল উল্লেখ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস।

সাংবাদিকের জন্মদিনে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ মে।। ফুলকুমারী-কুনবন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বাগমা পুলিশ ফাঁড়িতে বৃক্ষরোপণ করে নিজের জন্মদিন উদযাপন করলেন উদয়পুরের তরুণ সাংবাদিক উৎপল দে। আজ সকাল এগারোটায় ফুলকুমারী-কুনবন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিজের জন্ম দিনে সহকর্মী সাংবাদিক ও শুভাকাঙ্খীদের নিয়ে করা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় পর্বে দুপুর সাড়ে বারোটায় বাগমা পুলিশ ফাঁড়িতে অনুষ্ঠিত বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের ১নং আসনের সদস্য টিটন পাল, রাধাকিশোরপুর থানার ওসি রাজিব দেবনাথ, বাগমা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি খোকন সাহা প্রমুখ। নিজের জন্মদিনে স্কুল এবং থানায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ ,উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুর পিতা সহ উদয়পুরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ। শুভানুধ্যায়ী সবাই সাংবাদিক উৎপল দের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছেন।

মোদী সরকারের

● **প্রথম পাতার পর**

সময়ের মোকাবিলা করছে। যার ফলে তার পথপ্রদর্শনে মানুষের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে বলেও এদিন দাবি করেন জেপি নাড্ডা। গরিবদের রেশন দেওয়ার পাশাপাশি সমস্ত স্তরের মানুষের জন্য এই সরকার কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যসচিব

● **প্রথম পাতার পর**

পরিষেবা দিন ও রাতের কার্ফুর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে সেগুলি অপরিবর্তিত থাকবে। তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তর এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ক্ষেত্রীয় কার্যালয়গুলিও জরুরী পরিষেবার আওতায় আসবে। তাছাড়াও দপ্তরের সচিব/জেলাশাসকগণ প্রয়োজন অনুসারে জরুরী পরিষেবা ঘোষণা করতে পারবেন।

উত্তেজনা

● **প্রথম পাতার পর**

থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী।

পরে এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলে মহকুমা শাসক ও আমবাসা এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী গোপাল সূত্রধরের আশ্বাসে মৃতদেহটি সৎকার হয়। তবে কি ভাবে করোনা পজিটিভ রোগীকে জিবি হাসপাতাল থেকে কোভিড টেস্ট করে রিপোর্ট নেগেটিভ আসল এবং পরবর্তী সময়ে আবার কি করে পজিটিভ আসে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন সাধারণ জনমনে।

রক্তের

● **প্রথম পাতার পর**

থাকে তার জন্য ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সরকারের অপদার্থতা বলে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তা ঠিক নয়। বর্তমান সময়ে রাজনীতির উর্ধে উঠে সকলকে কাজ করা দরকার। রক্তস্বল্পতায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে সেটা নিয়ে তারা যে ধরনের বিভ্রান্ত করছে তার জন্য বলেন, অন্যের দিকে একটি আঙ্গুল তুললে নিজের দিকে চারটি আঙ্গুল উঠে। সুতরাং এ ধরনের রাজনীতি করা ঠিক না। সকলকে রাজনীতির উর্ধে উঠে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের স্বার্থে কাজ করার আহ্বান জানান মানিক দাস।

সেনাপ্রধান

● **প্রথম পাতার পর**

লাভ হচ্ছে। গত তিন মাস অনেকটাই শান্ত উপত্যকা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন,”সংঘর্ষবিরতির মানে এই নয় যে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ থেমে গিয়েছে বা পাক সেনা সে দেশের মাটিতে ভারত-বিরোধী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করছে। তবু ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে দু’দেশের যুদ্ধবিরতিতে সামগ্রিকভাবে কাশ্মীরের লাভ হয়েছে। বর্তমান সংঘর্ষবিরতি উপত্যকায় দীর্ঘদিন পরে শান্তির আবহ তৈরি করেছে।”

সেনাপ্রধান আরও বলেন,”এখনই আমাদের এটা ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই যে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মাটিতে জামাত উল মুজাহিদিন, লস্কর বা আল বদরের জঙ্গিঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। এখনও সেখানে কাজ করছে ইউনাইটেড জিহাদ কাউন্সিল।” তবে আশার কথা হল, ২৫ ফেব্রুয়ারি নতুন করে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি সাক্ষর হওয়ার পর জম্মু এলাকায় অন্তত নতুন করে দুই দেশের সেনার মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ হয়নি। জেনারেল নরবনে মনে করেন,”সীমান্তের শান্তি দুই শিবিরের জন্যই উপকারী। সীমান্তের দুই দিকে যে সব সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের বিভীষিকা সহ্য করতে হয়। এই যুদ্ধবিরতি দুই শিবিরের জন্যই সুখবর এনেছে। আমি নিশ্চিত পাকিস্তান সেনাও সেটা বুঝবে।”

দুস্থঃ মানুষের পাশে দাঁড়ালো বিজেপি বনমালীপুর মন্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দুস্থঃ মানুষের পাশে দাঁড়ালো বনমালীপুর মন্ডল। বনমালীপুর মন্ডলের পক্ষ থেকে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ২৪ নং বুথে চন্দ্রপুর বলদাখাল রোডে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুস্থ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। প্রদেয় খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চাল ডাল আলু সোয়াবিন চা পাতা সহ অন্যান্য সামগ্রী। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনমালীপুর মন্ডল এর সভাপতি দীপক কর, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যান সন্তোষ কুমার সাহা, ২৪ নং বুথ কমিটির সভাপতি কৃষ্ণ সাহা, বনমালীপুর মন্ডল মহিলা মোর্চা সভানেত্রী মনীষা সাহা, জেলা কমিটির সদস্য অধীর দেবনাথ, এসি মোর্চার সভাপতি সুমন দাস, যুব মোর্চার সভাপতি রাজা সাহা প্রমূখ। সেবা হি সংগঠন কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুস্থদের মধ্যে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫০ জনের বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। তারা বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সবকটি জেলাতেই এ ধরনের কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে বলে তারা জানান। করুণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দেশের সব অংশের মানুষজনকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করতে এবং মাক্স পরিধান করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।

ক্রীড়াঙ্গন

স্ট্রেট সেটে জয় হাসিল, ফ্রেঞ্চ ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে জাপানের ওসাকা

মাদ্রিদ, ৩০ মে।। স্ট্রেট সেটে জয় হাসিল করে ফ্রেঞ্চ ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছালেন জাপানের নাওমি ওসাকা। যেটি ছিল গ্র্যান্ড স্ল্যামে নাওমি ওসাকার টানা ১৫তম জয়। একই দিনের অন্য ম্যাচে নবাগত প্রতিযোগীর কাছে হেরে ইভেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন জার্মানির অ্যাঞ্জেলিক কারবার। যা কার্যত বিপর্যয়। ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম দিনই ক্লে কোর্টে নেমে পড়েছিলেন নাওমি ওসাকা। প্রথম রাউন্ডে বিশ্বের দুই নম্বর টেনিস তারকার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রোমানিয়ার প্যাট্রিসিয়া মারিয়া টিগ। প্রথম সেটে বিশ্বের ৬৩ নম্বর টেনিস তারকার দুটি সার্ভিস ব্রেক করেন ওসাকা। ওই মোকাবিলা ৬-৪ গেমে জেতে জাপানের টেনিস তারকা। তবে ম্যাচের দ্বিতীয় সেটে দুর্দান্তভাবে ফিরে আসেন ২৬ বছরের রোমানিয়ান তারকা। দুই তারকার ফোর হ্যান্ড ও ব্যাকহ্যান্ডের লড়াই অন্য পর্যায়ে পৌঁছে যায়। টাইব্রেকারের মাধ্যমে দ্বিতীয় সেটের ফয়সলা নির্ধারিত হয়। ৭-৬ (৪) গেমে মোকাবিলা জিতে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যান বিশ্বের দুই নম্বর টেনিস তারকা। যিনি ইতিমধ্যে চারটি গ্র্যান্ডস্ল্যাম জিতে বসে রয়েছেন। তা বাড়িয়ে পাঁচ করতে ওসাকা এতটাই মরিয়া যে মানসিক শান্তির খোঁজে ফ্রেঞ্চ ওপেন চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইভেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে রোমানিয়ার আনা বোগদানের বিরুদ্ধে খেলবেন জাপানের তারকা। একই দিনের অন্য ম্যাচে নবাগত প্রতিযোগীর কাছে হেরে ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে বিদায় নিলেন তিনটি গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ী জার্মান তারকা অ্যাঞ্জেলিক কারবার। এবারই প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেন খেলতে নামা ইউক্রেনের আনহেলিনা কালিনিনার কাছে ২-৬, ৪-৬ গেমে দুটি সেট হেরেছেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর মহিলা টেনিস তারকা। এ নিয়ে টানা তিন বার ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন কারবার। তাতে কিছুটা হলেও হতাশ টেনিস বিশ্ব।

বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের আগে কোহলী, উইলামসনের দলের ভাল-মন্দ অবস্থান বিচার করলেন গাওস্কর

নয়াদিল্লি, ৩০ মে।। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের আগে দুই দলের অবস্থান তুলে ধরলেন সানি। ১৮ জুন বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের আগে ভারত ও নিউজিল্যান্ড দুই দলের ভাল-মন্দ অবস্থান বিচার করলেন সুনীল গাওস্কর। বিরাট কোহলীর দলের বিরুদ্ধে এই টেস্ট ফাইনালে খেলতে নামার আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটো টেস্ট খেলবে কেন উইলামসনের দল। সেখানে ভারতীয় দল ফাইনাল খেলতে নামার আগে অনুশীলন ম্যাচের সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছে না। সেই দিক থেকে কিউইরা কিছুটা এগিয়ে থাকবে বলে মনে করেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক। তবে একই সঙ্গে "লিটল মাস্টার"এর দাবি ফাইনালের মঞ্চে একেবারে তরতাজা হয়ে মাঠে নামার জন্য অজিঙ্ক রহাণে, চেতেশ্বর পূজারা, যশপ্রীত বুমরা অনেক সতেজ থাকবেন। সানি সম্প্রতি ইংল্যান্ডের একটি দৈনিকে লিখেছেন, "বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে মাঠে নামার আগে নিউজিল্যান্ড দুটো টেস্ট ম্যাচ খেলে ফেলবে। ভারতের থেকে অনেক বেশি দিন বিলেতে থাকার জন্য এই দেশের আবহাওয়া মানিয়ে নেবে। এটা মস্ত বড় সুবিধা। ভারত কিন্তু সেই সুবিধা পাবে না।" সেই প্রতিবেদনে অবশ্য তিনি অন্য একটি দিকও তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "ক্রিকেট ঘোর অনিশ্চয়তার খেলা। মনে করুন ফাইনালের আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ড দুটো টেস্ট হেরে গেল। কিংবা দুটো টেস্ট খেলার সময় কেন উইলামসনের দলের কেউ বড় চোট পেল। সেটা হলে কিন্তু বিরাট কোহলীদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ওদের মনোবলে মারাত্মক আঘাত লাগবে। সেই দিক থেকে বিচার করলে ভারত আবার সুবিধা পেয়ে যাবে।" এর পাশাপাশি ভারতীয় দলের আরও একটা ইতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন সানি। তিনি লিখেছেন, "গত অস্ট্রেলিয়া সফর ও ঘরের মাঠে প্রত্যাবর্তন করে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর ভারতের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। এছাড়া গত বছরের শুরুতে এই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল ভারত। তাই বিরাট কিন্তু সেই হারের বদলা বিশ্ব টেস্ট ফাইনাল জিতে উসুল করে নিতে চাইবে।"

অভিমন্যু, উনাদকাটদের বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ৩০ মে।। পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণ দেবে বিসিসিআই। শনিবার বিসিসিআই-এর বিশেষ সাধারণ সভায় ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা ভারতের একাধিক পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে বার্ষিক সাধারণ সভায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে অভিমন্যু ইশ্বরণ, জয়দেব উনাদকাটদের মতো একাধিক ঘরোয়া ক্রিকেটারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে শিলমোহর পড়তে চলেছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বোর্ড। বিসিসিআই প্রধান সৌরভ ক্ষতিপূরণের অঙ্কের ব্যাপারটা খোলসা করতে রাজি নন। তিনি বলেন, "ঘরোয়া ক্রিকেটারদের অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। মরসুম শেষ হওয়ার আগে সবাই টাকা পেয়ে যাবে।' তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তা বলেছেন, "সব মিলিয়ে হিসেবটা প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ কোটি টাকার। পুরুষ ক্রিকেটারদের ৪.৫ লাখ ও মহিলাদের ২.৫ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। প্রতি দলে ২০ জন করে সদস্য ধরে নিলে মোট ৫০ থেকে ৫৫ কোটি টাকার কাছে হচ্ছে।" সেই ব্যক্তি আরও যোগ করেন, "আইপিএল বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য সম্প্রচারকারী চ্যানেলের কাছ থেকে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। সেই টাকা পেয়ে গেলে ঘরোয়া ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে।" গত বছর করোনার জন্য রঞ্জি ট্রফি আয়োজিত হয়নি। তবে দেশে কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার সময় চলতি বছর বিজয় হজারে, সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টির সঙ্গে রঞ্জি ট্রফি আয়োজন করার কথা ভেবে রেখেছিল বোর্ড। যদিও রঞ্জি ট্রফি আয়োজনের ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বিসিসিআই। সৌরভ ও তাঁর দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের অপেক্ষায় আইসিসি-র দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

বয়সকে বুড়ো আঙুল, কোহলীদের বিরুদ্ধে কোনও ম্যাচ বাদ দিতে চান না ৩৯-এর অ্যান্ডারসন

নিউজিল্যান্ড, ৩০ মে।। আগামী জুলাইয়ে ৩৯-এ পা দেবেন তিনি। কিন্তু বয়সের ভার তাঁকে এতটুকু নুইয়ে দেয়নি। বরং নতুন উত্তেজনায় ফুটছেন জেমস অ্যান্ডারসন। ইংল্যান্ডের জোরে বোলার চাইছেন ঘরের মাঠে পরের সাতটি টেস্টেই খেলতে। সাম্প্রতিককালে ইংল্যান্ড ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলানোর নীতি চালু করেছে। ফলে অ্যান্ডারসন কোনও সিরিজের প্রতি ম্যাচে খেলার সুযোগ পান না। তিনি না খেললে সেই জায়গা নেন স্টুয়ার্ট ব্রড। তবে গত বছরের শুরুতে ভারতের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে দু"জনকেই একসঙ্গে খেলতে দেখা গিয়েছিল। এক ওয়েবসাইটে অ্যান্ডারসন বলেছেন, "আমি প্রতিটি টেস্টেই খেলতে চাই। ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটা আর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটো টেস্ট রয়েছে। তার পরে অ্যাশেজ। গ্রীষ্মকালটা ঘরের মাঠে ভাল ভাবে শুরু করতে চাই। যদি শক্তিশালী দল নামাতে হয় তাহলে মনে হয় আমাদের দু"জনেরই খেলা উচিত। নতুন বল ওর সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।" তবে সেই স্বপ্ন যে সফল না-ও হতে পারে সেটাও ধরা পড়েছে অ্যান্ডারসনের কথায়। তাঁর আশঙ্কা, ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে হয়তো খেলোয়াড়দের আরও বেশি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলানো হতে পারে। বলেছেন, "গত ১২ মাস আমরা বলয়ে থেকে খেলেছি। এবার অনেক খোলা মনে খেলতে পারব। কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে ম্যাচগুলো রয়েছে যে বিশ্রাম দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় চেলসির

পোর্তো, ৩০ মে (হি.স.) : প্রথমবার ইউরোপ সেরা হওয়ার স্বপ্ন ভঙ্গ হল ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে চেলসির কাছে হার স্বীকার করতে হল গুয়ার্দিওলার ছেলেদের। এস্তাদিও দো দ্রাগাও স্টেডিয়ামে বার্সেলোনাকে দু'বার ইউরোপ সেরা করা স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রেই ইউরোপ সেরা হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে গেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। পোর্তোর মেগা ফাইনালে ম্যান সিটিকে হারিয়ে কিস্তিমাত টাচেলের। আর জার্মান কোচের হাত ধরে ন'বছর পর আবারও ইউরোপ সেরা চেলসি। প্রথমার্ধে কাই হ্যাভার্তজের করা একমাত্র গোল মেগা ফাইনালে পার্থক্য গড়ে দিল দু'দলের মধ্যে। ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই চেলসির বিরুদ্ধে ধারে ও ভারে পেপের ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকেই এগিয়ে রেখেছিল ফুটবল মহল। তাঁর মগজাস্ত্র ভেদ করে ফাইনালের মঞ্চে বাজিমাত করা তো চারটি খানি কথা নয়। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়াল পেপের অতিরিক্ত চিন্তা ও স্ট্র্যাটেজি। উলটো দিকে, ঠান্ডা মাথায় সহজভাবে ছেলেদের খেলিয়েই শনিবার রাত নিজের নামে করে রাখলেন টুখেল। তাই তো ম্যাচ শেষে রানার্স আপ হয়েও যেন তাঁকে কোণঠাসা দেখাচ্ছিল। গত মরশুমে পিএসজিকে ফাইনালে তুলেও খেতাব জিততে ব্যর্থ হয়েছিলেন। রেকর্ড গড়ে এবছর চেলসিকে ফাইনালে তুলে অধরা মাধুরি জয়ের স্বপ্নে বুঁদ ছিলেন তিনিও। আর দুই কোচের মগজাস্ত্রের এক উপভোগ্য লড়াই ছিল শনিবাসরীয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের অন্যতম ইউএসপি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের নাম খোদাই করল চেলসি। ড্রেসিংরুমে সেলিব্রেশনের মেজাজো ছিল তাই অন্যরকমই। আর উলটোদিকে গত দু'মাসে মধ্যে তৃতীয়বার নকআউট পর্বে এসে স্বপ্নভঙ্গ হল সিটির। ক্ষুরধার মগজাস্ত্রও যে হারের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, শনিবার পোর্তোর স্টেডিয়ামের ৯০ মিনিটে যেন সে শিক্ষাই দিয়ে গেল গুয়ার্দিওলাকে।

ষষ্ঠ সোনা জয়ের লড়াইয়ে নামবেন মেরি কম

নয়াদিল্লি, ৩০ মে।। ছ'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মেরি কম (৫১ কেজি) এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠ সোনা জয়ের লড়াইয়ে নামবেন আজ, রবিবার। প্রতিপক্ষ কাজাখস্তানের নাজিম কিজাইবে। টোকিয়ো অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পাওয়া ৩৮ বছর বয়সি মেরি এই প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে বৃহস্পতিবার ৪-১ ফলে হারিয়েছিলেন মঙ্গোলিয়ার লুটসাইখান আলটানসেতসেগকে। তবে এ বার তাঁর সামনে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে। কারণ, নাজিম দু'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জন করা আর এক বক্সার পূজা রানিও ফাইনালে উঠেছেন। তিনি সেমিফাইনালে ওয়াকওভার পেয়েছিলেন। খেতাবি লড়াইয়ে তাঁকে ছন্দে থাকা উজবেকিস্তানের মাভলুদা মোভলোনোভার মুখোমুখি হতে হবে। তিনি শেষ চারে হারান লন্ডন অলিম্পিক্সে পদক জয়ী মারিনা ভলনোভাকে। পাশাপাশি অনুপমা (৮১ কেজির বেশি) এবং লালবুয়াতসাহি (৬৪ কেজি) ফাইনালে কাজাখস্তানের বক্সারের বিরুদ্ধে সোনা জয়ের লড়াইয়ে নামবেন। পুরুষদের বিভাগে গত বারের চ্যাম্পিয়ন অমিত পঙ্ঘাল (৫২ কেজি), শিবা থাপা (৬৪ কেজি) এবং সঞ্জিতের (৯১ কেজি) সোনা জয়ের সুযোগ রয়েছে। অমিতের সামনে ২০১৬ রিয়ো অলিম্পিক্স এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উজবেকিস্তানের জোয়িরভ শাখোবিদিন। শিবার ফাইনালের প্রতিপক্ষ এশীয় গেমসে রুপোজয়ী মঙ্গোলিয়ার বাতারসুখ চিনজোরিগের। পাশাপাশি দ্বিতীয় বাছাই সঞ্জিতের লড়াই ২০১৬ অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী ভ্যাসিলি লেভিটের বিরুদ্ধে। ভারতীয় বক্সাররা এই প্রতিযোগিতায় সব চেয়ে বেশি ১৫টি পদক নিশ্চিত করে ফেলেছেন। ২০১৯ সালে ভারতীয় দল জিতেছিল ১৩টি পদক (২টি সোনা, ৪টি রুপো এবং ৭টি ব্রোঞ্জ)।

আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন বেঙ্গসরকর

নয়াদিল্লি, ৩০ মে।। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিয়ে চর্চা বাড়ছে ক্রিকেট মহলে। প্রশ্ন উঠছে, ইংল্যান্ডের মেঘলা আবহাওয়ায় কোন দল বেশি সুবিধে পাবে? ট্রেন্ট বোল্ট, টিম সাউদিদের কী ভাবে সামলাবেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা? প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক দিলীপ বেঙ্গসরকর ও প্রাক্তন বাঁ-হাতি পেসার কার্সন ঘাউড়িও স্পষ্ট করলেন নিজেদের মত। দেখা গেল, দু'জনে রয়েছেন বিপরীত মেরুতে।বেঙ্গসরকর মনে করেন, সাউদিদের দাপট সামলানোর জন্য বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে ওপেনারদের। অতিরিক্ত সমীহ করলে ব্যাটসম্যানদের উপরে চাপ বাড়াতে পারেন বোল্টরা। তাই শুভমন গিল, রোহিত শর্মাদের আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন বেঙ্গসরকর। প্রাক্তন অধিনায়ক জানিয়েছেন, প্রথম কুড়ি ওভার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ডিউকস বল তখন নতুন থাকে। শুরুর দিকে সুইংয়ের সঙ্গেই সেলাইয়ে বল পড়ে নড়াচড়া করতে পারে। সেটাই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। তাঁর আরও মত, প্রথম ২০ ওভার সামলে দিতে রোহিত, শুভমন ও চেতেশ্বর পুজারার বাড়তি দায়িত্ব নেওয়া উচিত। তাতে পরের দিকের ব্যাটসম্যানেরা সহজেই রান করতে পারবেন। কার্সন ঘাউড়ি যদিও জানিয়েছেন, বোল্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হওয়াটা বোকামো হবে। ভারত যা করেছিল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। বোল্টকে সমীহ না করেই প্যাভিলিয়নে ফিরেছিলেন বিরাট। অপেক্ষা করেননি বাঁ-হাতি পেসারের সুইংয়ের। ইংল্যান্ডের পরিবেশে যতটা সম্ভব দেরি করে খেলা উচিত। যাতে শেষ পর্যন্ত বল দেখতে পারেন ব্যাটসম্যান। শেষ মুহূর্তে বল সেলাইয়ে পড়ে নড়াচড়া করলেও যাতে সমস্যা না হয়। ঘাউড়ির মত, এই দক্ষতা রয়েছে পুজারার। এতটাই দেরিতে উনি খেলেন যে, সেই জায়গা থেকে বিপদ ঘটার সুযোগ অনেকটাই কমে যায়। ঘাউড়ির সঙ্গে যদিও একমত হতে পারেননি বেঙ্গসরকর। আনন্দবাজারকে তিনি বলেন, "ইংল্যান্ডে যে কোনও টেস্ট ম্যাচে প্রথম বল থেকে আক্রমণ করা যায় না। তবে ডিউকস বল এতটাই নড়াচড়া করে যে, রক্ষণ সামলানোর পাশাপাশি রান করার কথাও ভাবতে হবে। না হলে একটা সময়ের পরে দেখা যাবে উইকেটও পড়ছে, রানও হচ্ছে না।" যোগ করেন, "প্রথম কুড়ি ওভার বিপক্ষকে সমীহ করা উচিত। নতুন বলের চকচকে ভাব তুলে ফেলার দায়িত্ব নিতে হবে প্রথম তিন ব্যাটসম্যানকে। বিদেশের মাটিতে সফল হয়েছে শুভমন। ওপেনিংয়ে ভারতের অন্যতম অস্ত্র ছেলেটা। রোহিত এখনও বিদেশের মাটিতে সাফল্য পায়নি। টেস্ট ফাইনাল ওর কাছে নিজেকে তুলে ধরার অনেক বড় মঞ্চ। তিন নম্বরে নেমে পুজারাকেও প্রথম কুড়ি ওভারের বিপদ কাটাতে হবে।" যোগ করেন, "তার পর থেকে যারাই ব্যাট করতে আসবে, সহজেই রান করতে পারবে। এমনিতেই সাউদাম্পটনের পিচ শুকনো থাকে। দ্বিতীয় দিন থেকেই ব্যাটসম্যানদের স্বর্গ হয়ে ওঠে।

অস্ট্রেলিয়ার একটা ধোনি নেই: পন্টিং

এই বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া একটা বড় সমস্যায় পড়তে পারে। যার দিকে আঙুল তুললেন রিকি পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি বা হার্দিক পাণ্ডের মতো "ফিনিশার" না থাকাটা অ্যারন ফিঞ্চের দলকে ভোগাবে।পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার আরও একটা দুর্বলতার কথা বলেছেন পন্টিং। এক জন বিধ্বংসী উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান না থাকা। অস্ট্রেলিয়ার ৫০ ওভারের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মনে করেন, তাঁরা যদি এমন এক জন ব্যাটসম্যানের খোঁজ পান, যে মাঝের বা শেষের দিকে নেমে দ্রুত রান তুলতে পারবেন এবং পাশাপাশি উইকেটকিপিংটাও করতে পারবেন, তা হলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে।অস্ট্রেলিয়া দলে ভাল "ফিনিশার" না থাকা নিয়ে পন্টিংয়ের মন্তব্য, ""যে জায়গাটা নিয়ে আমাদের বরাবরের চিন্তা, সেটা হল ফিনিশারের অনুপস্থিতি। ওটা একটা বিশেষজ্ঞের জায়গা। এমন সময় নামতে হবে যখন হাতে তিন-চার ওভার বাকি আর ৫০ রান করতে হবে। ওই অবস্থা থেকে ম্যাচ জিতিয়ে আসতে হবে।"" যোগ করেন, ""ওই একটা বিশেষ ভূমিকায় সারা জীবন দারুণ ভাবে খেলে এসেছে ধোনি। এখন হার্দিক আর কায়রন পোলার্ডও ওই জায়গায় নেমে হয় দেশকে না হয় আইপিএলে দলকে জেতাচ্ছে। ওই বিশেষ জায়গায় খেলে খেলে ওরা মানিয়ে নিতে পেরেছে।""কেন এক জন ভাল "ফিনিশার" তুলে আনতে সমস্যায় পড়ছে অস্ট্রেলিয়া? পন্টিং মনে করেন, অস্ট্রেলিয়ার সেরা ব্যাটসম্যানরা বিগ ব্যাশ লিগে (সে দেশের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা) প্রথম চারের মধ্যে ব্যাট করতে নামেন। পন্টিং বলেছেন, ""যে কারণে কোনও ভাল ব্যাটসম্যান নিয়মিত পাঁচ বা ছয় নম্বরে নামছে না। সে রকম ব্যাটসম্যানই খুঁজে পেতে হবে।"" আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ পন্টিং দেশে ফিরে নিভৃতবাসে আছেন।

রবিবার আগরতলায় দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বন্টন কর্মসূচীতে অংশ নেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছে অসম, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ৩০ মে (হি.স.) : ফের ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠেছে গুয়াহাটি সহ গোটা অসম। আজ রবিবার বেলা ভারতীয় সময় ২-টা ২৩ মিনিট ৬-সেকেন্ডে অনুভূত হয়েছে এই কম্পন। কম্পনের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.১-। মধ্যমস্তরীয় আজকের এই ভূমিকম্পেরও অভিকেন্দ্র ছিল সেই মধ্য অসমের শোণিতপুর ঢেকিয়াজুলি। তবে ভূমিকম্পের ঘটনায় এই খবর লেখা পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুর থেকে ৩০ কিলেমিটার পশ্চিমে ঢেকিয়াজুলি এলাকায় ভূগর্ভের ১৬ কিলোমিটার গভীরে ২৬.৬৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৩৯ দ্রাঘিমাংশে।

আজকের ভূমিকম্পের কেঁপে উঠেছে গুয়াহাটি ছাড়াও নগাঁও, হোজাই, মরিগাঁও, ওদালগুড়ি, দরং, কলিয়াবর প্রভৃতি সংলগ্ন জেলা। এছাড়া ভুটানেও ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২ মে মধ্যরাত রাত থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত পর পর চারবার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠেছিল সমগ্র রাজ্য। সেদিনের ঘটনায় শোণিতপুর জেলা সহ পার্শবর্তী জেলা এবং গুয়াহাটিতে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সেদিনের ভূমিকম্পেরও উৎসস্থল ছিল শোণিতপুর জেলা। এর পর বিভিন্ন দিন দফায় দফায় আরও পাঁচবার ভূকম্পে কেঁপে উঠেছিল অসম, সিকিম সহ উত্তরপূর্বের কয়েকটি রাজ্য। সর্বশেষ ভূমিকম্প হয়েছিল গত ১৫ মে। ওইদিন সকাল ৮টা ৩৩ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে অনুভূত হয়েছিল কম্পন। কম্পনের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৩.৯-।

জীবন যুদ্ধে হেরে গেলেন আনজুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ মে।। টানা ৩০ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে জীবন বাতি নিভে গেল ৩২ বছর বয়সি গৃহবধূ আঞ্জুয়ারা বেগমের। শনিবার রাতে রাজধানীর জিবিপি হাসপাতলে বার্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। গত ৩০ এপ্রিল অগ্নিদ্গা হয়েছিলেন গৃহবধূ আনজুয়ারা। আগুনে ঝলসে গিয়েছিল ৮০ ভাগ দেহ। অভিযোগের তীর তিন জনের বিরুদ্ধে। তারা হল স্বামী জাহাঙ্গীর হোসেন,ননদ হনুফা বেগস এবং স্থানীয় এক যুবক ময়নাল হোসেন। মৃতার ভাই টিটন মিয়া ঘটনার দিন বিকালে অভিযুক্ত তিনজনের বিরুদ্ধে বিশালগড় মহিলা থানার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত উত্তর ব্রজপুর স্থিত কদমতলী এলাকায়। টিটন মিয়ার অভিযোগ ঘটনার এক মাস পেরিয়ে গেলেও পুলিশ আজ পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন আইনি পদক্ষেপ নেয়নি। রহস্যজনক ভাবে তাদের আড়াল করার চেষ্টা করছে পুলিশ। এদিকে শনিবার রাতে মৃতার দেহ দাফন করা হয় তার বাপের বাড়ি রতন নগরের প্রভুরামপুর এলাকায়।জানা গেছে মৃত আনজুয়ারা ছোট ছোট দুটি পুত্র সন্তান রয়েছে। ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন।

সিআইটিইউর প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। রবিবার সিআইটিইউর প্রতিষ্ঠা দিবস সারা রাজ্যে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান সি আই টি ইউ র রাজ্য সদর কার্যালয়ে। এ উপলক্ষে দলীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ র রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিআইটিইউর নেতৃবৃন্দ বলেন বর্তমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ। লকডাউন ঘোষণার ফলে মানুষের রুটি-রুজির পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান যথেষ্ট নয়।

নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া ও মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,তেলিয়ামুড়া, ৩০ মে।। কঠোর নজরদারিতে ফের নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ রবিবার সাত-সকালে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া-কৃষ্ণপুর সড়কে। এই খবর দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার এস.আই প্রীতম দত্ত জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে একটি অটো গাড়ি তেলিয়ামুড়া দিক থেকে কৃষ্ণপুরের দিকে যাচ্ছিল বিলাতী মদ বোঝাই করে। সেই মোতাবেক এস.আই প্রীতম দত্ত টি.এস.আর বাহিনী নিয়ে কৃষ্ণপুরের দিকে যায় এবং তেলিয়ামুড়া-কৃষ্ণপুর সড়কে উক্ত নম্বরের অটো গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালায়। এতে আসে সাফল্য। পুলিশ অটো গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ২৪০ বোতল বিলাতী মদ উদ্ধার করে। সেই সাথে চালকসহ গাড়িতে থাকা অপর আরেক যুবককে পুলিশ আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। উদ্ধারকৃত বিলাতি মদের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৩০,০০০ টাকার অধিক বলে জানিয়েছেন পুলিশ। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এস.আই প্রীতম দত্ত বলেন,কারফিউ চলাকালীন সময়ে বিলাতী মদ গুলো কোথা থেকে এলো তা তদন্ত করবেন।

এদিকে, নেশা বিরোধী অভিযানে আবারো বড়োসড়ো সাফল্য এবার মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশের। একটি ট্রিপার গাড়িসহ প্রচুর পরিমাণে ফেন্সিডিল উদ্ধার করে পুলিশ।আটক করা হয় গাড়ি চালককে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের ন্যায় রবিবার সকাল পাঁচটা থেকে মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৩৭ মাইল এলাকায় শিব মন্দিরের সামনে ভেহিকেল চেকিং-এ বসে এস.আই রঞ্জিত দাস সহ টি এস আর ও পুলিশ বাহিনী। সকাল আনুমানিক ৫:৩০ মিঃ নাগাদ আমবাসার দিক থেকে আসা জ্ঞ০১ঙ্গঋ১৩১৫ নম্বরের একটি ট্রিপার গাড়ি আগরতলার দিকে যাচ্ছিল, তখন এস.আই রঞ্জিত দাস ওই গাড়িটিকে সিগন্যাল দেয় এবং সন্দেহ হয় এই গাড়িটির উপর। তখন তিনি গাড়িটি তল্লাশি চালিয়ে দেখতে পায় গাড়ির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফেন্সিডিলের বাক্স ত্রিপাল দিয়ে মোড়ানো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়ির চালক মানিক সরকার কে গ্রেপ্তার করে এবং থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মুঙ্গিয়াকামী থানার ও.সি ধ্রুবজয় রিয়াং সহ পুলিশ বাহিনী। তিনি এসে গাড়িটিকে মঙ্গিয়া কামী থানায় নিয়ে যায় এবং খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়ার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক তুইতন ত্রিপুরা কে। তিনি মঙ্গিয়া কামী থানায় এসে উনার তত্ত্বাবধানে গাড়ি থেকে ফেন্সিডিল গুলো নামিয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়। উক্ত ট্রিপার গাড়ি থেকে ১৪,৪০০ বোতল ফেন্সিডিল এই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়। যার বডিপ্রিন্টে অনুযায়ী আনুমানিক বাজার মূল্য ২৬ লক্ষ্য ৭৮ হাজার ৪০০ টাকা হবে বলে জানায় ভারপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তুইতন ত্রিপুরা ও ওসি ধ্রুব জয় রিয়াং। কিন্তু খোলাবাজারে এর মূল্য প্রায় ১কোটির কাছাকাছি হবে।

উক্ত ট্রিপার গাড়িটি এই মাল নিয়ে জিরানিয়া যাচ্ছিল বলে সূত্রের খবর। এখন দেখার, প্রকৃত ব্যবসায়ীদের ধরতে পারে কিনা পুলিশ। তবে তদন্ত সাপেক্ষে পুলিশ কিছু না বললেও পুলিশের একটি সূত্রে জানা যায়, চালক মানিক সরকার থেকে এই মালের বহু তথ্য পুলিশ পেয়েছে। যদিও তদন্ত সাপেক্ষে পুলিশ বলতে নারাজ সে বিষয় গুলি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতশক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে: অমিতশাহ

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের কারণেই ভারত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করলেন। এনডিএ সরকারের ৭বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এদিন তিনি টুইটে লেখেন, মোদী সরকারের আমলে দেশে উন্নয়ন, নিরাপত্তা, জনকল্যাণ এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলো এক অদ্বিতীয় উদাহরণ।

এদিন তিনি টুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম বর্ষ পূর্তিতে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, মোদী সরকারের আমলে দেশে উন্নয়ন, নিরাপত্তা, জনকল্যাণ ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলি করা সম্ভব হয়েছে।এই সাত বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক দেশহিতৈশী সরকার গঠনে দেশে জনকল্যাণ নীতি মাধ্যমে গরিব, কৃষক এবং পিছিয়ে পড়াবর্গের মানুষের উন্নতি সাধনের কাজ করেছে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে৩০ মে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে এনডিএ সরকার গঠন করা হয়। দেশে করোনা মহামারীর কারণে এ বছর এদিনটিতে অনুষ্ঠান উদযাপন বাতিল করা হয়েছে।

আলাপন ইস্যুতে পঃবঙ্গ বিজেপি নেতাদের মুখ বন্ধের নির্দেশ দিল্লি নেতৃত্বের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলি নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত তুঙ্গে। অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে কেন্দ্রের তরফে নর্থ ব্লকে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। আর এই ইস্যু নিয়ে এবার বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিল দিল্লির বিজেপি নেতৃত্ব। আলাপন-ইস্যুতে মন্তব্য না করতে রাজ্য বিজেপির নেতাদের আপাতত ৩১ মে পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষের মারফত রাজ্য নেতৃত্বের কাছে এই কড়া বার্তা পাঠিয়েছে দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বলা হয়েছে, আলাপন-ইস্যুতে সংবাদমাধ্যমে বা প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে "না" বলা হয়েছে।

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর ইয়াস-পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বৈঠকে না থাকায়, যেভাবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রোটোকল ভাঙার দাবি করা হচ্ছে, সেই নিয়ে বেশ খানিকটা চাপে রয়েছে রাজ্য সরকার। এবার আলাপনের বদলি প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির কেউ উল্টোপাল্টা মন্তব্য করলে, তা হাতিয়ার করে প্রচারে নামতে পারে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল। আর সেই জন্যই রাজ্য বিজেপি নেতাদের "সেন্সর" করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রের বিজেপি।

সর্বশক্তি দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়ছে দেশ, আমরা জিতবই ঃ 'মন কী বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : গত কয়েকদিনে দেশে স্বস্তি দিয়ে কমেছে দৈনিক সংক্রমণ। এই আবহে রবিবার "মন কী বাত"-এর ৭৭ তম এপিসোডে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বললেন, "সর্বশক্তি দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে দেশ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একসঙ্গে এই অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়ছে। কঠিন লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ দেশ। এই লড়াইয়ে আমরা জিতবই"।

মোদী আরও বলেন, "দেশে অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। রেল অক্সিজেন এক্সপ্রেস চালু করেছে। এরফলে দেশের কোণায় কোণায় সহজে অক্সিজেন পৌঁছে যাচ্ছে। নতুন অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরির কাজ চলছে।"। সামনের সারিতে থাকা করোনাযোদ্ধাদের প্রশংসা করে নমো ফের বলেন, "ফ্রন্টলাইনাররা নিজেদের জীবনের তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। করোনা মোকাবিলায় কাজ করছে সেনাবাহিনী। জল-স্থল-বায়ুসেনা একসঙ্গে কাজ করছে"।

উল্লেখ্য, দেশে আরও নিম্নমুখী দৈনিক কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৬৫ হাজার ৫৫৩ জন। গত ৪৬ দিনের মধ্যে এটাই সর্বনিম্ন পরিসংখ্যা। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বুলেটিন জানাচ্ছে, বাড়ছে সুস্থতার হার। একদিনে কোভিড মুক্ত হয়েছেন ২ লাখ ৭৬ হাজার ৩০৯ জন। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩৪৬০ জন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, "সম্প্রতি দুটো সাইক্লোন আছড়ে পড়েছে। যার জেরে কয়েকটি রাজ্য ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একসঙ্গে কাজ করে এই পরিস্থিতি সামলাবে। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের পাশে আছি"। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই মহামারীতেও কৃষকরা রেকর্ড উৎপাদন করেছেন বলে মন্তব্য করেন মোদী। ৮০ কোটি দেশবাসী রেশন পাচ্ছেন, দেশ সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রে চলছে"।

করোনায় অনাথ শিশুদের মাসে দেড় হাজার টাকা করে দেবে বিহার সরকার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের

পটনা, ৩০ মে (হি.স.) : কোভিডে বাবা-মা হারানো শিশুদের পাশে থাকার বার্তা দিল বিহার সরকার। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার রাজ্যের করোনায় অনাথ শিশুদের জন্য বড়সড় ঘোষণা করেছেন। কোভিড আবহে "বাল সহায়তা যোজনা" নামক প্রকল্প ঘোষণা করেছে বিহার সরকার। তাতে বলা হয়েছে, করোনার থাবায় যে সমস্ত শিশু তাদের মা-বাবাকে হারিয়েছে তাদের মাসে দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এই সরকারি সাহায্য পাবে তারা। সরকারি উদ্যোগে চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে তাদের থাকার বন্দোবস্তও করা হবে বলে খবর। করোনায় মা-বাবা দুজনের বা যেকোনও একজনের মৃত্যু হলেও শিশুদের এই অর্থ সাহায্য করা হবে। অনাথ শিশু যদি মেয়ে হয় তবে তাদের ভর্তি করা হবে কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ে। রবিবার পরপর একগুচ্ছ টুইট করে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বিস্তারিত জানিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার।

শুধু বিহার নয়, করোনায় অনাথ শিশুদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে অন্যান্য রাজ্য সরকারও। দিল্লি, ছত্তিসগড়, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং কেরলের মতো রাজ্য ইতিমধ্যেই নিজেদের মতো করে পদক্ষেপ করেছে। গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে, কোভিডের কারণে অনাথ হয়ে যাওয়া শিশুদের পাশে থাকবে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁদের বিনামূল্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হবে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বছরে ৫ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বিমা পাবে। ১৮ বছর বয়স হয়ে গেলে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিনা সুদে শিক্ষা ঋণ পাবে। সেই সঙ্গে ১৮ বছরের পর স্টাইপেন্ড পাবে। আর ২৩ বছর বয়স হয়ে গেলে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। এই টাকার সংস্থান পিএম কেয়ার্স তহবিল থেকে করা হবে।

রমেশ চৌমুহনীতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ মে।। আবারো নিশি কুটুম্বদের হানা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত রমেশ চৌমুহনী এলাকার দুই দোকানে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো রাকেশ দেবনাথ এবং চন্দন ঘোষ রবিবার সকাল ছয়টায় রমেশ চৌমুহনী স্থিত নিজদের দোকান খুলতে এসে দোকানের লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে চক্ষু চড়কগাছ। দোকান খুলতে গিয়ে দোকানিরা দেখেন দোকানের দরজায় লাগানো তালা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে- নিশি কুটুম্বরা দরজার তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। খবর দেওয়া হয় আর কে পুর থানায়। খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলে দোকান মালিক রাকেশ দেবনাথ দরজা খুলে দেখেন দোকানের ক্যাশ থেকে নগদ চার/পাঁচ হাজার টাকা সহ ঠান্ডা পানীয়, দামী চকোলেট সহ দোকানের বহু মূল্যবান জিনিস নিয়ে চোরের দল চম্পট দেয়। মুদি দোকান ব্যবসায়ী রাকেশ দেবনাথ পুলিশকে জানান এই চুরির ঘটনায় উনার প্রায় পনেরো বিশ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। এই ঘটনায় রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেন। এই থানার অন্তর্গত বেশ কিছুদিন ধরেই নিশি কুটম্বরা উৎপাত শুরু করেছে নাইট কারফিউর সুযোগ নিয়ে, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে গৃহস্থরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন

'বাজে কথা বলে করোনা রোধ করা যাবে না', মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রীর বার্তাকে কটাক্ষ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : করোনা আবহে দেশ যখন বিপর্যস্ত তখন প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত" রেডিও বার্তাকে ফের একবার তীব্র কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। রবিবার "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশের আমজনতার অবদানকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর তাকে কটাক্ষ করে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির বক্তব্য, অর্থহীন কথায় করোনাকে হারানো যাবে না। এদিন সকালে টুইট করে তিনি লিখেছেন, "করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য চাই সঠিক ইচ্ছা, নীতি এবং অনুশাসন। মাসে একবার অর্থহীন কথা নয়।" অর্থাত অতিমহামারী পরিস্থিতিতে দেশের লড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের কোনও কার্যকারিতা নেই, তেমনটাই বোঝাতে চেয়েছেন কংগ্রেস নেতা।

এদিন "মন কি বাত"-এর ৭৭ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিগত সাত বছর ধরে দেশবাসী একজোট। যে কারণে শুধু কোভিডের মতো অতিমারী নয়, ইয়াস, তাখতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও সফলভাবে সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। জাতির উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "আমার প্রিয় দেশবাসী, যত বড়ই চ্যালেঞ্জ আসুক না কেন, আমরা জোরদারভাবে তার মোকাবিলা করেছি। সকলের সম্মিলিত শক্তি আর সাহস দেশকে দুর্যোগ থেকে বের করে এনেছে।" এক কথায়, মোদীর জবানিতে আজ ছিল শুধুই "টিম ইন্ডিয়া"-র ঐক্যের জয়গান। এরই মধ্যে দেখতে দেখতে সাত বছরে পা রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ক্ষমতায় আসার আগেই ডিজিটাল ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এদিন তার সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এখন আপনি সহজেই দেশের যে কোনও জায়গায় বসে ডিজিটাল পেমেন্ট করতে পারেন। কোভিডকালে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া ইতিমধ্যে আমাদের সরকার রেকর্ড সংখ্যক স্যাটেলাইট বসানো ও রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেছে।"

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।